

Best Training For
WBCS, SSC
(CGL, CHSL, MTS),
PSC, BANK, RAIL
7427927701
grassroot
Dunlop, Gariahat, Sonarpur, Tamluk

কর্মক্ষেত্র
ISSN 0971-7765

কাজের খবরে ১ নম্বর
কর্মক্ষেত্র
কলকাতা শহরে
সর্বাধিক পঠিত কর্মপত্রিকা

বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ১৮ কলকাতা

শুক্রবার, ৭ ডিসেম্বর ২০১৮/১

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ দাম ৫.০০ টাকা ২৪ পাতা R.N. 37120/80

উত্তর-পশ্চিম রেল ২০১০
তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং

বিভিন্ন ট্রেডে ২০১০ জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে উত্তর-পশ্চিম রেল। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে উত্তর-পশ্চিম রেলের একাধিক ইউনিট ও ডিভিশনে ট্রেনিং দেওয়া হবে ডিজেল মেকানিক, ফিটার, কার্পেন্টার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, পেইন্টার, ওয়্যারম্যান-সহ

বিভিন্ন ট্রেডে। ট্রেনিং চলাকালীন প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। ডিভিশন অনুসারে আসনবিন্যাস: আজমের ডিভিশন: ইলেক্ট্রিশিয়ান (কোচিং): ৩০টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ৮)। ইলেক্ট্রিশিয়ান (পাওয়ার): ৩০টি (সাধারণ ১৪,

তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ৮)। ইলেক্ট্রিশিয়ান (টি আর ডি): ৪০টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১১)। কার্পেন্টার (ইঞ্জিনিয়ারিং): ২৫টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৭)। পেইন্টার: ২০টি

(সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৫)। ম্যান: ৩০টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ৮)। পাইপ ফিটার: ২০টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৫)। ফিটার: ২০টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৫)। এরপর বইশের পাতায়

রাজ্যে ৬৮৭৮ শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যের নবগঠিত উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ৬,৫৯৪ জন শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। একইনসে সীওতালি ভাষার ২৮৪ জন শিক্ষক নেওয়া হবে সীওতালি মাধ্যম স্কুলগুলির জন্য। নিয়োগ প্রক্রিয়াও শীঘ্রই শুরু করা হবে বলে নব্বাম সূত্রে জানা গিয়েছে। ৩০ নভেম্বর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে শিক্ষক নিয়োগের এই পরিকল্পনা অনুমোদন পায়। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এক সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষক নিয়োগের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, খুব শীঘ্রই নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হবে। নব্বাম সূত্রে খবর, নবগঠিত ২,১৯৮টি স্কুলে ৬,৫৯৪ জন সহ-শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। সীওতালি মাধ্যম স্কুলগুলিতে নিয়োগ করা হবে ২৮৪ জন সহ-শিক্ষক। সরকারি নির্দেশ পাওয়ার পর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন।

ভেতরের পাতায়

সিন্দুরির ভেষজ রঙে দেখা দিচ্ছে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা

সিন্দুরি, লটকান, আনোত্তো, লিপস্টিক টি-বিবিধ নাম তার দেশে-বিদেশে। আদতে দক্ষিণ আমেরিকার গাছ। গাছটির ফলের বীজ থেকে সংগৃহীত রং ব্যবহার করা যেতে পারে প্রসাধন সামগ্রী, এমনকী খাদ্যেও। সিন্দুরির ভালো চাম হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। বীজ পাওয়া যাচ্ছে ফুলিয়ার কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। ... পৃ ৯

নিখরচায় চাকরি ও ব্যবসার উপযোগী ৯ প্রশিক্ষণ

নিখরচায় চাকরি ও ব্যবসার উপযোগী ৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ। সবকটি ট্রেডের প্রশিক্ষণই পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজ্জ্বল নিগম কর্তৃক অনুমোদিত। আগ্রহীরা এখনই আবেদন করতে পারেন। ... পৃ ৯

রতিন মাছের চাষ ও বিপণনের মাধ্যমে ভালো উপার্জনের সুযোগ

রতিন মাছের বিরাট বাজার আছে দেশের মধ্যেই। সুযোগ আছে রপ্তানিরও। রতিন মাছের চাষে উৎসাহ দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সরকারি প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগও আছে। ... পৃ ১০

প্যাকেজিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্স

প্যাকেজিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্স ... পৃ ১০

উত্তর-মধ্য রেল ৭০৩ তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং

বিভিন্ন ট্রেডে ৭০৩ জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে উত্তর-মধ্য রেল। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে এক বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে ফিটার, আর্মেচার ওয়্যারম্যান, মেশিনিস্ট, ওয়েল্ডার-সহ বিভিন্ন ট্রেডে। ট্রেনিং চলাকালীন প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই প্রশিক্ষণের

নোটিফিকেশন নম্বর ০১/২০১৮। মেকানিক্যাল (সি অ্যান্ড ডব্লু) ডিপার্টমেন্ট: ট্রেড অনুসারে আসনবিন্যাস: টেকনিশিয়ান কার্পেন্টার: ১১টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩)। টেকনিশিয়ান ফিটার: ৩৩৫টি (সাধারণ ১৭০, তফসিলি জাতি

৫০, তফসিলি উপজাতি ২৫, ও বি সি ৯০)। এর মধ্যে ৩টি করে আসন অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। টেকনিশিয়ান পেইন্টার (জেনারেল): ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১)। টেকনিশিয়ান ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড

উত্তর-মধ্য রেল ২০৪ তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং

বিভিন্ন ট্রেডে ২০৪ জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে উত্তর-মধ্য রেলের ঝাঁসির ওয়্যারম্যান রিপেয়ার ওয়্যারকর্প। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে এক বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে ফিটার, ওয়েল্ডার, মেকানিক মেশিন অ্যান্ড টুল মেইন্টেন্যান্স, পেইন্টার, মেশিনিস্ট, ইলেক্ট্রিশিয়ান এবং প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডে। ট্রেনিং চলাকালীন প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই প্রশিক্ষণের নোটিফিকেশন নম্বর ০১/২০১৮।

ট্রেড অনুসারে আসনসংখ্যা: ফিটার: ৯৪টি (সাধারণ ৪৮, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ২৫)। এর মধ্যে ১টি করে আসন অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক): ৫২টি (সাধারণ ২৬, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৪)। এর মধ্যে ১টি করে আসন অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মেকানিক মেশিন অ্যান্ড টুল মেইন্টেন্যান্স: ১৪টি

এয়ার ইন্ডিয়ায় ট্রেনি কেবিন ক্রু

কেবিন ক্রু পদে ৮৬ জন ট্রেনি নেবে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস। ট্রেনি চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। সফলভাবে ট্রেনিং শেষে নিয়োগ করা হবে চুক্তিতে। মোট শূন্যপদ: ৮৬টি (সাধারণ ৪৪, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৬, ও বি সি ২২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে-কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে হোটেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কাটারিং টেকনোলজিতে তিন বছর মেয়াদের

উত্তর-পূর্ব রেল ৭৪৫ ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস

৭৪৫ জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে উত্তর-পূর্ব রেল। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কার্পেন্টার-সহ আই টি আইয়ের বিভিন্ন ট্রেডে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর, বেনারস, লখনউ-সহ বিভিন্ন ওয়ার্কশপে। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ১ বছর। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: KA/286/2/ACT-APPRENTICE TRAINING/PI-III/V. ইউনিট অনুসারে আসনসংখ্যা:

মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ গোরখপুর: ফিটার: ৬৯টি (সাধারণ ৩৬, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ১৮)। এর মধ্যে ২টি করে আসন দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওয়েল্ডার: ৩১টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৮)। এর মধ্যে ১টি করে আসন দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইলেক্ট্রিশিয়ান: ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২)। কার্পেন্টার: ৪৪টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৬,

তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১২)। এর মধ্যে ১টি করে আসন দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পেইন্টার: ৪৩টি (সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১২)। এর মধ্যে ১টি করে আসন দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মেশিনিস্ট: ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২)। সিগনাল ওয়ার্কশপ গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট: ফিটার: ৩১টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৮)। এর মধ্যে

দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ১টি করে আসন সংরক্ষিত থাকবে। মেশিনিস্ট: ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। ওয়েল্ডার: ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২)। কার্পেন্টার: ৩টি (সাধারণ ২, ও বি সি ১)। উন্নয়ন: ১৫টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩)। ব্রিজ ওয়ার্কশপ গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট: ফিটার: ২০টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৫)। এর মধ্যে এরপর বইশের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
যুব কল্যাণ দপ্তর
VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE
UNDER STATE YOUTH CENTRE, MOULALI
YOUTH SERVICE DEPT. Govt. of West Bengal & WB URBAN ACADEMY-একটি যৌথ উদ্যোগ
মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আবেদন গ্রাহ্য হবে

Table with 6 columns: COURSE, DURATION, AMOUNT, COURSE, DURATION, AMOUNT. Rows include Interior Decorating & Design, Fashion Designing, Computer Hardware & Networking, Telephone & Mobile Repairing, Still Photography, Textile Designing, Beautician, Air Condition & Refrigerator Engineering, Anchoring, Electrical/Electronics Equipment Service & Repairing.

সমস্ত কোর্সের টাকা মাসিক কিস্তিতে দেওয়ার সুবিধা আছে।
MOULALI: New Campus - 53, Sir Niranjan Sircar Sarani (Creek Row), IMA Building Gr. Floor, (Behind GD Hospital, Lenin Sarani & From Moujali towards Subodh Mallick Square through Creek Row) Kolkata - 700 014, Bus Stop Taltala. Ph: 9874126490 / 9433153569 / 9874126490
DURGAPUR: 2nd Administrative Building, City Centre, Ph: 0343 2544432 / 9830275795
HOWRAH: 15B/11, 15B/12, Bellious Road (Near Pusposree Cinema) Near UCO Bank, Hazra Building, Howrah - 711101 Ph: 9230704344/9143163495/9433045288
SOUTH KOLKATA YOUTH VOCATIONAL TRAINING CENTRE Kalikapur, Embyepass, Avisikta, 3 No. Hospital Road, 1st Lane Connector (Near Hdic/bandu Tirtha Club) Kol-78, Ph: 8240425239
ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে



স্বনির্ভরতার  
নানা পথ

কোন মেশিনে কী ব্যবসা

## কেক তৈরির মেশিন

‘কর্মেত্র’র জনপ্রিয় বিভাগ ‘কোন মেশিনে কী ব্যবসা’ পড়ে অসংখ্য তরুণ-তরুণী ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করে স্বনির্ভর হয়েছেন। মেশিন চিনে, মেশিন কিনেই সরাসরি ব্যবসায় নেমে পড়ার চটজলদি সুলুকসম্পন্ন নিয়ে এই বিভাগ। একেবারে সাম্প্রতিক তথ্য সহ।



নিজস্ব প্রতিনিধি: উৎসবে, অনুষ্ঠানে সারাবছরই কেকের চাহিদা থাকে। তবে বড়দিনে এবং ইংরেজি নববর্ষে এই চাহিদা বেড়ে যায় অনেকটাই। এই মেশিনের সাহায্যে কেক তৈরি করে প্যাকেটে ভরে অর্ডার অনুযায়ী দোকানে সাপ্লাই করতে পারেন অথবা নিজের উদ্যোগেই বিক্রি করতে পারেন।

কীভাবে করবেন: কেক তৈরির জন্য প্রয়োজন একটি কেক ফেটানোর মিশ্রণ মেশিন ও একটি বড় মাপের ওভেন। কেক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি হল: চিনি, ময়দা, ঘি, ডিম, বেকিং পাউডার, সুগন্ধী দ্রব্য, কাজু, কিশমিশ, বাদাম, চেরি প্রভৃতি। বাজার থেকে প্রথমে এই উপকরণগুলি কিনে আনতে হবে। এরপর ময়দা, ডিম, চিনি, ঘি, সুগন্ধী দ্রব্য ও পরিমাণমতো বেকিং পাউডার একসঙ্গে কেক ফেটানোর মেশিনে দিয়ে ফেটিয়ে নিতে হবে। এবার এই মিশ্রণে কাজু, চেরি, কিশমিশ প্রভৃতি ছড়িয়ে লম্বা-চৌকো-গোল, ছোট-বড় যে-কোনও আকারের পাত্রে ভরে ওভেনে দিলেই নানা আকৃতির কেক তৈরি হয়ে যাবে। এই কেক ওজন করে প্যাকেটে ভরে বাজারে বিক্রি করতে পারেন। অটোম্যাটিক এই মেশিনে ২ হর্সপাওয়ার মোটর লাগবে এবং বিদ্যুৎ লাগবে ২২০-৪৪০ ভোল্ট।

কোন মেশিনের কী দাম: ৫০ কেজি পর্যন্ত কেকের মিশ্রণ ফেটানোর অটোম্যাটিক এই মেশিনের দাম পড়বে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। ১০ থেকে ১৫ কেজি পর্যন্ত কেকের মিশ্রণ ফেটানোর এই মেশিনের দাম পড়বে ৫০ হাজার টাকা। ওভেনের দাম পড়বে সাড়ে তিন লাখ টাকা।

মেশিন কোথায় পাবেন: মেশিন পাবেন এই ঠিকানায়: Bharat Machine Tools Industries, 61, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700 013. Ph: 2236-8015, 94324-22086. E-mail: bharatmachinetools1@rediffmail.com

## শিল্পজিজ্ঞাসা

‘কর্মেত্র’-য় ‘স্বনির্ভরতার নানা পথ’ দেখে পথে নামার কথা ভাবছেন? নিজে পথে না নেমে কিন্তু কোনও ব্যবসার সবক’টি দিক জানা সম্ভব নয়। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মতো এ হল ব্যবসা শুরুর আগের ধারণা তৈরির পর্ব। শুরুর আগে বা পরে কোনও জিজ্ঞাসা জাগলে ‘শিল্পজিজ্ঞাসা’ বিভাগে চিঠি লিখুন।

□ আমি পোশাকের ব্যবসায়ী। শান্তিনিকেতনের হাট থেকে কিছু পোশাক কিনতে চাই। কোনদিন এই হাট বসে এবং কতক্ষণ হাট চলে জানালে উপকৃত হব। —তপতী জানা, দমদম, কলকাতা।

□ শান্তিনিকেতনের খোয়াই অঞ্চলে হাট বসে। গাড়ি বা অটোরিকশায় হাটে যেতে হবে। প্রতি শনিবার হাট বসে। বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাট চলে।

□ কিছু ভেষজ উপাদানের মিশ্রণে বডি অয়েল তৈরি করতে চাই। কোন কোন উপাদান কী পরিমাণে মেশাব সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নেই। কোথাও প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে জানাবেন। —স্বপন মাইতি, ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

□ আপনি স্বনিযুক্তি-সহায়ক প্রতিষ্ঠান প্রগতিতে যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে বডি অয়েল তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ঠিকানা: প্রগতি, নর্থ ঘোষপাড়া গ্যাসগিট রোড, বালি, হাওড়া। ফোন: ২৬৭১-০২৯২।

□ সিঙ্গেলিক ঝাঁটা তৈরিতে আগ্রহী। প্রাস্টিক ইয়ান কোথা থেকে কিনতে পাওয়া যাবে? —মোহনলাল দাশ, হালদার পাড়া রোড, কলকাতা-২৬।

□ আপনি এই ওয়েবসাইটটি দেখুন: www.indiamart.com/plastic broom yarn এখানে ঝাঁটা তৈরির প্রয়োজনীয় সিঙ্গেলিক তন্তু প্রস্তুতকারী ও সরবরাহক বিভিন্ন সংস্থার খোঁজ পাবেন। দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইটটিও: www.monofilamentbroom.com

□ পুরুলিয়ার শবর জনজাতির মানুষজন প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহার করে সুন্দর সুন্দর হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি করেন। এরকম কিছু সামগ্রী কিনতে চাই পাইকারি দরে। কীভাবে কেনা যায়? —সঞ্জীব পাল, বেহালা, কলকাতা।

□ আপনি পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। সমিতির সদস্যদের তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী বিক্রি হয় সমিতির মাধ্যমে। যোগাযোগের ঠিকানা: রাজনোয়াগড়, পুরুলিয়া-৭২৩ ১০১। ফোন: ৩২৫২২ ২৩৯৬১।

□ ছাদে জৈব বাগান তৈরি করতে চাই নিজেই। কোথাও প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি? —অঞ্জন গোস্বামী, গড়িয়া, কলকাতা।

□ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিরেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার বাড়ির ছাদে

জৈব বাগান তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। দেশীয় বীজ, জৈব সার ও কীটনাশকও সংগ্রহ করা যায় প্রতিষ্ঠান থেকে। যোগাযোগের ঠিকানা: ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২। ফোন: সৌরভ ঘোষ-৯৪৩২০ ১৩২৪৮।

□ পোষ্টাটো চিপস তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং সেগুলির দরদাম জানতে চাই। —অশোক সরকার, বাদুরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা।

□ দরকার হবে এইসব সরঞ্জামের (ব্র্যাকেটে দাম): পিলার মেশিন (৩০ হাজার টাকা), কাটিং মেশিন (৩০ হাজার টাকা), ডিজেল ওভেন (২৫ হাজার টাকা), অয়েল হাইড্রো মেশিন (২৫ হাজার টাকা), মিস্তার মেশিন (২৫ হাজার টাকা)। মেশিনের সঙ্গে মোটরের দাম ধরা আছে।

□ হরিণঘাটা ব্র্যান্ডের মাংস বিপণনের জন্য ফ্রাঞ্চাইজি নিতে চাই। এজন্য কোথায় যোগাযোগ করতে হবে? ঠিকানার সঙ্গে ফোন নম্বর ও ই-মেল অ্যাড্রেস জানালে ভালো হয়। —সুরজিৎ কুণ্ডু, নিউ বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

□ যোগাযোগ করবেন এই ঠিকানায়: ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, এল বি-২, সেক্টর-প্রি, সল্টলেক, কলকাতা-১০৬। ফোন: ২৩৩৫-৫২৯৮। ই-মেল: info@wbldc.in ওয়েবসাইট: www.wbldc.in

□ আমি উচ্চমাধ্যমিক পাশ। চর্মজাত বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি শিখতে চাই। ভালো কোনও কোর্সের খোঁজ দেবেন। —খইরুল ইসলাম, দক্ষিণ বারাসাত।

□ গভর্নমেন্ট কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লেদার টেকনোলজিতে জুতো ও চর্মজাত বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির ২ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স করা যায় মাধ্যমিক যোগ্যতায়। তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: গভর্নমেন্ট কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লেদার টেকনোলজি, ব্রক-এল বি ১১, সেক্টর-প্রি, সল্টলেক, কলকাতা-১০৬। ফোন: ২৩৩৫-৬৯৭৭।

বাঁকুড়াতে এই প্রথম সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে উচ্চশিক্ষার এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এল

**BANKURA NATIONAL INSTITUTE**

Address : Kalyani Bhawan, Kerani Bandh, Lalbazar (Near Fly Over/ Bus Stop), P.O.+P.S. Bankura, Pin-722101

সরাসরি ভর্তি ও সিট বুকিং চলিতেছে শুধুমাত্র BANKURA NATIONAL INSTITUTE এ, যার সহযোগীতায় ‘HALDAR ACADEMY’

**B.Ed. D.El.Ed.**

**M.Ed. B.P.Ed.**

**D.Pharm B.Pharm**

এছাড়া ভর্তি চলছে : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক B.A, M.A, B.Sc, M.Sc, B.Com, M.Com, MSW, BBA, BCA, LLB, Hotel Management

এবছর যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করতে পারেননি তারা ভর্তির জন্য শিঘ্রই যোগাযোগ করুন।

(মনে রাখবেন আমাদের সমস্ত কোর্সে সরকারী স্বীকৃত এবং প্রাইমারী, SSC, PSC, RAIL, BANK, WBCS সহ সমস্ত সরকারী চাকুরীর পরীক্ষায় 100% গ্রহণযোগ্য)

All Course Approved by : UGC, DEC, SCERT, NCERT, AICTE, PCI, NCTE, WBBPE & MHRD

ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন - আমরা দেখাচ্ছি আপনার সঠিক দিশা ...

**বাঁকুড়া**

**সোনারপুর**

**8348043505 / 8348041398**

**9007700707 / 7890017038**

‘HALDAR ACADEMY’ তে Counseling এর জন্য Male ও Female staff চাই। Bio-Data পাঠান 9830808130 এই Whats App নম্বরে।











রঙিন মাছের চাষ ও বিপণনের মাধ্যমে ভালো উপার্জনের সুযোগ - পৃঃ ১০

# কর্মক্ষেত্র জীবিকার আটঘাট

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে  
কর্মক্ষেত্র পুরস্কার  
প্রতি মাসেই ৫০০০ টাকা  
পুরস্কৃত প্রবন্ধ ১১ পাতায়

## সিঁদুরির ভেষজ রঙে দেখা দিচ্ছে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা



সিঁদুরি, লটকান, আনোত্তো, লিপস্টিক ট্রি—  
বিবিধ নাম তার দেশে-বিদেশে। আদতে দক্ষিণ  
আমেরিকার গাছ। গাছটির ফলের বীজ থেকে  
সংগৃহীত রং ব্যবহার করা যেতে পারে  
প্রসাধন সামগ্রী, এমনকী খাদ্যেও। সিঁদুরির  
ভালো চাষ হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। বীজ  
পাওয়া যাচ্ছে ফুলিয়ার কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া,  
মেক্সিকো, ইকুয়েডর, পেরু প্রভৃতি  
দেশে দীর্ঘকাল ধরেই এর বীজ থেকে  
সংগৃহীত রং শরীরচিহ্নে এবং  
খাদ্যরঞ্জক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে  
আসছে। এইসব দেশে গাছটি  
আনোত্তো নামে পরিচিত। পেরু,  
ব্রাজিল, কেনিয়া বাণিজ্যিকভাবে  
আনোত্তো থেকে ভেষজ রং তৈরির  
ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী দেশ।

বাংলায় সিঁদুরির সম্ভাবনা  
বাণিজ্যিকভাবে প্রসাধনী ও বিভিন্ন  
খাদ্যে ব্যবহারযোগ্য ভেষজ রঙের  
জোগান দিতে পারে সিঁদুরি গাছের  
বীজ। অনুপমবাবু জানালেন, বাংলার  
আবহাওয়া এই বৃক্ষটি চাষের পক্ষে  
অনুকূল। রাজ্যজুড়ে এর চাষ হতে  
পারে।

দক্ষিণবঙ্গে বর্তমানে এরকম  
কয়েকটিমাত্র গাছ আছে। কোথাও এর  
নাম সিঁদুরি, কোথাও লটকান।  
সাঁওতালি ভাষায় গাছটির নাম  
সিঁদুরিয়ারি।

নদিয়ার ফুলিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ  
সরকারের কৃষি বিভাগের প্রশিক্ষণ  
কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে এই গাছ লাগিয়েছেন  
সহকারী কৃষি অধিকর্তা অনুপম পাল।  
'রূপবৃক্ষ' হিসেবে ইতিমধ্যেই সুনাম  
ছড়িয়েছে এ গাছের। মহিলাদের  
ওষ্ঠরঞ্জনী হিসেবে এই গাছের বীজ  
ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। না, তাতে  
ক্ষতি কিছু নেই। বরং বাজারচলতি  
নানা লিপস্টিকের তুলনায় নিরাপদ  
সিঁদুরি গাছের ভেষজ রং। গাছটি  
'লিপস্টিক ট্রি' নামেও খ্যাত।

সিঁদুরি বা লিপস্টিক ট্রি'র  
বিজ্ঞানসম্মত নাম বিজ্ঞা অরিলেনা।

সিঁদুরি বীজ থেকে সংগৃহীত রং  
ব্যবহার করা যাবে প্রসাধন সামগ্রী,  
সাবান, আইসক্রিম, চকোলেট, পানীয়,  
মাখন, মার্জারিন, চিজ, বেকারির  
খাবার এবং মিষ্টিতে। সিঁদুরির রং  
শরীরের পক্ষে নিরাপদ। প্রসাধনী ও  
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে সিঁদুরির  
ভেষজ রঙের দারুণ চাহিদা তৈরি হতে  
পারে বলে মানছেন বিশেষজ্ঞরা।  
রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আশিস  
বন্দ্যোপাধ্যায় বাণিজ্যিক সম্ভাবনার  
কথা বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই  
চাষিদের সিঁদুরি চাষে আগ্রহী করে  
এরপর পনেরোর পাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: শান্তিনিকেতনের  
কলাভবন চত্বরের একটি গাছ অগস্ট  
থেকে অক্টোবরে হালকা গোলাপি  
ফুলে ছেঁতে থাকে। ফল আসে  
ডিসেম্বর মাস নাগাদ। বানিকটা লিচুর  
মত দেখতে সেই ফল। পাকলে  
ফলগুলো ফেটে যায়। বেরিয়ে আসে  
ফলের মধ্যে থাকা কতগুলো বীজ।  
ওই বীজ হাতে নিয়ে ঘবলে দু'হাত  
রেঙে ওঠে লাল-কমলা রঙে। জানা  
যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গাছটি  
উপহার দিয়েছিলেন আঙ্কোরভাটের  
রাজা।

সিঁদুরির রং শরীরের পক্ষে নিরাপদ।  
প্রসাধনী ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে  
সিঁদুরির ভেষজ রঙের দারুণ চাহিদা  
তৈরি হতে পারে বলে মানছেন  
বিশেষজ্ঞরা। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আশিস  
বন্দ্যোপাধ্যায় বাণিজ্যিক সম্ভাবনার  
কথা বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই  
চাষিদের সিঁদুরি চাষে আগ্রহী করে  
তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন।



## নিখরচায় চাকরি ও ব্যবসার উপযোগী ৯ প্রশিক্ষণ



নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমানে দেশজুড়ে  
পেশাদারি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর  
দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য জাতীয় স্তরে  
তৈরি হয়েছে ন্যাশনাল স্কিল  
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন।  
রাজ্যস্তরেও গঠন করা হয়েছে নানা  
সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল  
ডেভেলপমেন্ট ও স্বরোজ্জগার নিগম  
লিমিটেড এ রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের  
পেশাদারি কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানা

পরিকল্পনা নিয়েছে। উচ্চতর শিক্ষাগত  
যোগ্যতা না থাকলেও হাতে-কলমে  
কাজের উপযোগী প্রশিক্ষণ নিয়ে  
নিজেদের কর্মদক্ষ হিসেবে গড়ে  
তোলার সুযোগ পাচ্ছেন এ রাজ্যের  
তরুণ-তরুণীরা।

### কোথায় প্রশিক্ষণ

নিখরচায় ৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মা  
সারদা স্বনির্ভর কেন্দ্র। এটি বাগবাজার

নিখরচায় চাকরি ও ব্যবসার উপযোগী ৯টি  
ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মা সারদা স্বনির্ভর  
কেন্দ্র। সবক'টি ট্রেডের প্রশিক্ষণই পশ্চিমবঙ্গ  
সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং  
পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজ্জগার নিগম কর্তৃক  
অনুমোদিত। ট্রেনিং শেষে যাতায়াতের খরচ  
বাবদ ভাতা পাওয়ার সুযোগ আছে।  
আগ্রহীরা এখনই আবেদন করতে পারেন।

রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখা। ট্রেড  
অনুসারে পঞ্চম শ্রেণি থেকে স্নাতক  
যোগ্যতার তরুণ-তরুণীরা প্রশিক্ষণ  
নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য  
কোনও ফি লাগে না। কর্তৃপক্ষের  
তরফে জানানো হয়েছে, প্রশিক্ষণ  
চলাকালীন প্রশিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরে  
বিনামূল্যে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।  
প্রশিক্ষণ শেষে ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স  
পাওয়ার সুযোগ আছে।

সবক'টি ট্রেডের প্রশিক্ষণই  
পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল  
ডেভেলপমেন্ট এবং স্বরোজ্জগার  
নিগম লিমিটেড কর্তৃক অনুমোদিত।

### প্রশিক্ষণের বিষয়, যোগ্যতা, মেয়াদ

●ফিল্ড টেকনিশিয়ান (এসি): এই  
প্রশিক্ষণে এসি ইনস্টলেশন,  
রিপেয়ারিং ও সার্ভিসিং শেখানো হয়।  
শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্তত মাধ্যমিক।  
মেট ৩০০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ।  
●সোয়িং মেশিন অপারেটর: পুরুষ ও  
মহিলাদের পোশাক তৈরির জন্য  
বিভিন্ন ধরনের আধুনিক সেলাই  
মেশিন চালানোর প্রশিক্ষণ এটি।  
অন্তত ক্লাস ফাইভ পাশ হলেই  
প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করা  
এরপর চোদ্দোর পাতায়

**অনলাইনেও গ্রাহক হওয়া যায়**  
[www.swarnakshar.in](http://www.swarnakshar.in)

কলেজে পড়তে পড়তেই  
নিয়মিত পড়ুন

**পেশাপ্রবেশ**

আর স্নাতক হয়েই  
যে কোনও চাকরির  
পরীক্ষা দিন নিশ্চিত্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঠ্যমৌলিক পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

ঘরে বসে নিয়মিত 'পেশাপ্রবেশ' পেতে ২৩০ (ক্যুরিয়ারে ৪৯০) টাকার  
চেক/ড্রাফট নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হোন:

**Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**  
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19  
Ph: 2283-2320 □ E-mail: info@swarnakshar.in



# কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা



**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান এখনও ১৮ শতাংশের মতো। তারও চেয়ে বড় কথা, দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ এখনও জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষির উপরই নির্ভর করেন। সেজন্য বাজেটে কৃষিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। দীর্ঘমেয়াদে কৃষি ও কৃষিপণ্যের উন্নতির লক্ষ্যে

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে একটি রূপরেখা, 'আই সি এ আর-ভিশন ২০৩০'। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনায় ২৮ হাজার হেক্টর জমিকে কৃষিকাজের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা

হচ্ছে। সেইসঙ্গে ভাবা হচ্ছে বিদেশে খাদ্যশস্য রপ্তানির পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করে গড়ে তোলার কথাও। জোর দেওয়া হচ্ছে কৃষিসংক্রান্ত গবেষণায়, প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে। গবেষণাগারে তৈরি করা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনেটিক্যালি মডিফায়েড

উচ্চফলনশীল বীজ এখন এদেশেও ব্যাপক হারে প্রচলিত। বীজ বপন থেকে বিপণন পর্যন্ত কৃষির সব স্তরেই ছোঁয়া লেগেছে আধুনিকতার। আর এই গোটা কর্মকাণ্ডের প্রতিটি ধাপেই প্রয়োজন হচ্ছে কৃষিবিজ্ঞানের পেশাদারদের।

## কত ধরনের কোর্স

- **বি এসসি (অনার্স) ইন এগ্রিকালচার:** এটি ৪ বছরের কোর্স। আবেদনের যোগ্যতা: বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। ভোকেশনাল শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রীরাও পড়তে পারেন এই কোর্স। অন্তত ১৬ বছর বয়স হতে হবে।
- **বি টেক ইন এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং:** কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর। আবেদনের যোগ্যতা: বিজ্ঞান শাখায় অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর-সহ উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বৈধ র‍্যাঙ্ক করে থাকতে হবে। অন্তত ১৭ বছর বয়স হতে হবে।
- **এম এসসি ইন এগ্রিকালচার:** কোর্সের সময়সীমা ২ বছর। স্পেশালাইজেশন করা যায় এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স, এগ্রিকালচারাল এন্টোমোলজি, জেনেটিক্স অ্যান্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং-সহ বিভিন্ন বিষয়ে। আবেদনের যোগ্যতা: এগ্রিকালচারে বি এসসি।
- **এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট-এর পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা:** কোর্সের

ভারতে কৃষিসম্পদের রপ্তানিতে জোর দেওয়া হচ্ছে, বাড়তি ফলনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তি এবং বীজ। ভালো ফসল উৎপাদনের নেপথ্যে কৃষিবিজ্ঞানের পেশাদারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। অধ্যাপনা, গবেষণা, ব্যাঙ্ক, বিমা, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণকারী সংস্থা— সব ক্ষেত্রেই চাহিদা রয়েছে কৃষিবিজ্ঞানীদের। বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশের পরই পড়া যায় কৃষিবিজ্ঞান।

## উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে কৃষিজ সম্পদ রক্ষা করতে পারেন কৃষিবিজ্ঞানীরাই



**তপনকুমার হাত**

ডিন, ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচার, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

উন্নতমানের বীজ তৈরি থেকে শুরু করে চাষের প্রক্রিয়া, কীটপতঙ্গ রোধ ও নাশ করা, মাটির মান বিশ্লেষণ করা, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করা এবং ফসল তোলার পর সেটিকে দ্রুত পচনের হাত থেকে রক্ষা করা— সবক্ষেত্রেই অবদান থাকে একজন কৃষিপ্রযুক্তিবিদের। এই মুহূর্তে কৃষিকাজকে প্রায়শই ব্যাহত করছে অতিবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি। বিশ্বজুড়েই দেখা যাচ্ছে একই ছবি। মনে করা হচ্ছে পরিবেশের উষ্ণায়নই এর জন্য দায়ী। কৃষিকাজকে এই ধরনের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে পারেন কৃষিবিজ্ঞানীরাই। কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েই ২০১৭-য় কেন্দ্রের এগ্রিকালচারাল রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন মিনিষ্ট্রি এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আই সি এ আর) যৌথভাবে কৃষিবিজ্ঞানকে প্রফেশনাল কোর্স হিসেবে ঘোষণা করেছে। এর ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৃষিবিজ্ঞানীদের প্রাসঙ্গিকতা অনেকটাই বেড়েছে। আগামীদিনে কৃষিবিদের চাকরির সুযোগও বাড়তে চলেছে। রাজ্য সরকার এখনই প্রতি ব্লকে একজন কৃষি আধিকারিক নিয়োগ করে। এছাড়াও আই সি এ আর-এর অধীনস্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্রে অধ্যাপনা ও গবেষণার সুযোগ রয়েছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প, ব্যাঙ্ক, বিমা সংস্থা, বীজ, জৈব-অজৈব সার ও কীটনাশক প্রস্তুতকারী সংস্থাতেও নিয়োগ পান কৃষিবিদরা।

কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার পর চাকরির সুযোগ রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে। স্নাতকস্তরের পড়াশোনা শেষ করার পর ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনাল সিলেকশন দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে নিয়োগ করা হয় এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার পদে। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)-এ চাকরি হতে পারে এগ্রিকালচার ইকনমিক্স, এগ্রিকালচার, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অ্যাগ্রোনমি শাখায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের।

## এগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশোনা করে গড়তে পারেন অন্য রকম কেরিয়ার



**ডঃ রামবিলাস মল্লিক**

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাগ্রোনমি ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্স, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গড়ে উঠতে থাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ভারতের কৃষিব্যবহার সার্বিক উন্নয়ন। দেশের ৬৪টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেগুলির অধীনস্থ কলেজে এগ্রিকালচার নিয়ে স্নাতকস্তরে পড়াশোনা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা ভিন-রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক কোর্স পড়তে চাইলে তাঁদের দিতে হবে একটি সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা। একইভাবে ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিক্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মত প্রতিষ্ঠানে এগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিক্স, এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স-সহ বিভিন্ন বিষয়ে এম এসসি ও পি এইচ ডি করার সুযোগ পেতে চাইলেও সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা দিতে হয়। জাতীয় স্তরের এইসব পরীক্ষা নিয়ে থাকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ। বি এসসি, এম এসসি এবং পি এইচ ডি-র জন্য বছরের বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহীরা দেখতে পারেন আই সি এ আর-এর এই ওয়েবসাইটটি: <https://icar.org.in> কৃষি নিয়ে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের বলব, এটি এমনই একটি বহুমুখী বিষয় যা নিয়ে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার সুযোগ রয়েছে দেশে ও বিদেশে। যাঁরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী তাঁরা কেরিয়ার গড়তে পারেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক বা গবেষক হিসেবে কিংবা অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি, এগ্রিকালচারাল ম্যানেজমেন্ট, কৃষি-সংক্রান্ত পরিবেশ প্রদানকারী সংস্থায়। আবার স্নাতকস্তরের পড়াশোনা শেষ করার পরই যোগ দেওয়া যায় সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে।

মেয়াদ ২ বছর। আবেদনের যোগ্যতা: অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ এগ্রিকালচার বা সমতুল বিষয়ে স্নাতক। সঙ্গে ক্যাট (কমন অ্যাডমিশন টেস্ট), ম্যাট (ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট), সি-ম্যাট (কমন ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট) বা জেভিয়ার্স অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের মত সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বৈধ স্কোর করে থাকতে হবে।

- কোথায় পড়বেন**  
কৃষিবিজ্ঞান বা এগ্রিকালচারাল সায়েন্স নিয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে আই সি এ আর এবং এ আই সি টি ই স্বীকৃত দেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে।
- **পশ্চিমবঙ্গে এগ্রিকালচারে বি এসসি (অনার্স) পড়ার সুযোগ রয়েছে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে—**
  - **উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।** ওয়েবসাইট: [www.ubkv.ac.in](http://www.ubkv.ac.in) ফোন: ০৩৫৮২-২৭০০১২।
  - **বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,** মোহনপুর, নদিয়া-৭৪১ ২৫২। ওয়েবসাইট: [www.bckv.edu.in](http://www.bckv.edu.in) ফোন: ০৩৪৭৩-২২২৬৯।
  - **পল্লীশিক্ষা ভবন ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্স, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,** শান্তিনিকেতন, বীরভূম। ওয়েবসাইট: [www.visvabharati.ac.in](http://www.visvabharati.ac.in) ফোন: ০৩৪৬৩-২৬৪৭৯১।
  - **পশ্চিমবঙ্গে এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বি টেক কোর্স পড়ার**

জীবনে আমি চাকরি পাইনি বলে দুখে ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোথালে গিলা। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রমোত্তরততো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব পেরি করে ফেলেছি। স্বী করব, আমার বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। বস্তুনিষ্ঠ প্রকল্পগুলো আস্থার করে তবু লাভপতি হওয়ার দর পেরি। এ বয়সেও হয়তো একবার রূপাল টুক সেনা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাছ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ার।

জীবনে ৬৮টি চাকরি করেছি ২০০০ ছিলাম।  
 ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমায় গোথালে গিলা।  
 প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই।  
 প্রমোত্তরততো রপ্ত করার চেষ্টা করি।  
 পরে বুঝি, খুব পেরি করে ফেলেছি।  
 স্বী করব, আমার বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি।  
 বস্তুনিষ্ঠ প্রকল্পগুলো আস্থার করে তবু লাভপতি হওয়ার দর পেরি।  
 এ বয়সেও হয়তো একবার রূপাল টুক সেনা যেতে পারে।  
 তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাছ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ার।

১৪/১২/২০০০

## স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কর্মক্ষেত্র পুরস্কার

নভেম্বর মাসের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতনু ঘোষ ও বিজয়কুমার মাহাত  
দু'জনেই পেলেন ২,৫০০ টাকা পুরস্কার



বিচার করেছেন এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর এবং  
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের ডেপুটি সেক্রেটারি  
এম এন মাইতি



## ভূটা চাষ

বিজয়কুমার মাহাত, কালিয়াবাসা-ছড়া, পুরুলিয়া

বিচারক: পড়াশোনার পাশাপাশি ভূটা চাষ করছেন। চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত লিখেছেন। এবছর  
আরও জমি লিজ নিয়ে ভূটার চাষ বাড়াতে চান।

পুরুলিয়ার ছড়া থানার অন্তর্গত কালিয়াবাসা গ্রামের বাসিন্দা।  
কৃষক পরিবারের ছেলে। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র।  
আমাদের নিজস্ব ২০ কাঠা জমি থাকায় পড়াশোনার পাশাপাশি  
প্রতি বছর ভূটার চাষ করে থাকি।

### কেন এই চাষ

এই চাষ খুব কম পরিশ্রমে ও কম খরচে করা যায়, কম সময়ে  
ফলন পাওয়া যায়। এই চাষে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনাও খুব  
কম। চাষের জন্য খুব উর্বর জমিরও প্রয়োজন হয় না। মনসা  
দেবীর পূজোর সময় ভূটার প্রচুর চাহিদা হয়। দামও ভালো  
পাওয়া যায়। এছাড়া অন্য সময়েও ভূটার চাহিদা থাকে।

### কীভাবে এগোব

আমাদের নিজস্ব ২০ কাঠা জমি থাকায় প্রত্যেক বছর ভূটার  
চাষ করে থাকি। এবছর কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড থেকে লোন  
পাওয়ায় আরও ১০ কাঠা জমি লিজে নেব ও ভূটা চাষকে  
একটু বাড়াব বলে মনস্থির করেছি।



ভেতর পটাশ, ডি এ পি, ফেরাডল একসঙ্গে মিশিয়ে ছড়িয়ে  
দিতে হবে। সব শেষে লাইনের ভেতর দেড় ফুট অন্তর একটি  
করে বীজ দিতে হবে।

বীজ বোনার কাজ শেষ হলে হালকাভাবে মই দিয়ে মাটি  
লেভেল করে নিতে হবে। বর্ষার জল যখন পাবে তখন ৫-৬  
দিনের ভিতর অঙ্কুর বার হবে। অঙ্কুর বার হওয়ার ১০-১৫  
দিন পর কোদাল দিয়ে সমস্ত জমিটিকে কুঁড় দিতে হবে, ২৫-৩০  
দিনের মধ্যে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হবে যাতে  
হাওয়ায় না পড়ে যায়। যখন গাছের ডগায় ফুল (ধানশিসের  
মতো) দেখা যাবে তখন ২৫ কেজি শক্তিমান ইউরিয়া সমস্ত  
জমিতে সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।

আয়-ব্যয় ও লাভের হিসাব	
প্রাথমিক মূলধন	
জমি কর্বণ	৮০০ টাকা
কোদাল ৪টি	৪০০ "
শ্রমিক	১,০০০ "
মোট	২,২০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন	
বীজ (কাঙ্ক্ষন) দেড় কেজি	১৫০ টাকা
সার ২৫ কেজি	৬২৫ "
পটাশ ১০ কেজি	১২০ "
ফেরাডল ২ কেজি	২০০ "
গোবর	৪০০ "
ট্রাসকো খইল ২৫ কেজি	২৫০ "
ইউরিয়া ২৫ কেজি	২৫০ "
মোট	১,৯৯৫ টাকা

সর্বমোট খরচ প্রাথমিক মূলধন + কার্যকরী মূলধন  
= ২,২০০ + ১,৯৯৫ টাকা = ৪,১৯৫ টাকা।

### লাভের হিসাব

২০ কাঠা জমিতে ১ কেজি ৫০০ গ্রাম বীজ বপন করে ৮-১০  
কুইন্টাল ভূটা পাওয়া যাবে। প্রতি কিলোগ্রাম ভূটার পাইকারি  
দর যদি ১৫ টাকা ধরি, তাহলে ৮ কুইন্টাল ভূটার বিক্রয়মূল্য  
হবে ১০০ × ৮ × ১৫ = ১২,০০০ টাকা।  
সূত্রাং মোট লাভ = ১২,০০০ - ৪,১৯৫ টাকা  
= ৭,৮০৫ টাকা।  
ভূটা চাষ সম্পর্কিত তথ্য জানতে ফোন করতে পারেন এই  
নম্বরে: ৯৩৮২৫-১৪৪১৫।

### চাষের উপকরণ

জমি ছাড়াও এই চাষের জন্য যা প্রয়োজন তা হল: লাঙল, মই,  
পুরনো শুকনো গোবর সার, পটাশ, জৈবসার (ট্রাসকো খইল),  
ফেরাডল, উন্নত মানের হাইপ্রিড বীজ (পারোনোর, কাঙ্ক্ষন,  
অঙ্কুর), কোদাল, ইউরিয়া (শক্তিমান) ইত্যাদি।

### বীজ বপনের সময়

জুন মাসের প্রথম/দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে।

### চাষের পদ্ধতি

প্রথমে তিন থেকে চারবার মাটি কর্বণ করে মাটি খুরঝুরে করে  
নিতে হবে। তারপর মাটিকে মই দিয়ে লেভেল করে নিতে  
হবে। সেই লেভেল করা জমির উপর ট্রাসকো খইল ও পুরনো  
শুকনো গোবর একসঙ্গে মিশিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর  
এক থেকে দেড় ফুট অন্তর নালা করতে হবে। প্রত্যেকটি নালায়



## রঙিন মাছের চাষ

প্রতনু ঘোষ, পাকুড়িয়া, হাওড়া

বিচারক: নিজস্ব উদ্যোগে পড়াশোনার পাশাপাশি রঙিন মাছের চাষ লাভজনকভাবে করছেন। রঙিন মাছের  
সঙ্গে অ্যাকুয়ারিয়ামের বিভিন্ন জিনিস পাইকারি দরে কিনে বিক্রি করার পরিকল্পনাটি বেশ ভালো।

হাওড়ার ডোমজুর থানার অন্তর্গত পাকুড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। বাবা  
একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। বর্তমানে বি কম তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।  
বাড়িতে অল্প পুঞ্জির সাহায্যে রঙিন মাছের চাষ শুরু করেছি।  
আগে কয়েকবছর এ কাজ আমি করেছিলাম, তবে ব্যবসায়িক  
উদ্যোগে নয়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কম পুঞ্জি  
এবং খুব কম পরিশ্রমে এর চেয়ে ভালো কোনও ব্যবসা আর নেই।

### ব্যবসাটি বাছুর কারণ

রঙিন মাছের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। শুধু দেশে নয়  
বিদেশেও এর চাহিদা অনেক। রঙিন মাছের মধ্যে গোল্ড ফিশ  
গ্রুপের মাছ খুব সহজে চৌবাচ্চার পালন করা যায়। খুব অল্প  
পুঞ্জিতে এবং খুব অল্প পরিশ্রমে এই কাজ করা যায়। অন্য  
পেশার সঙ্গে যুক্ত থেকেও এই ব্যবসা করা সম্ভব।

### কীভাবে এগোলাম

এই ব্যবসা করতে গেলে প্রয়োজন পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পর্যাপ্ত  
জলের ব্যবস্থা। সৌভাগ্যবশত আমার বাড়িতে চারটি  
অব্যবহৃত চৌবাচ্চা ছিল বেগুনির প্রতিটির আয়তন ৫ ফুট  
বাই ৩ ফুট। পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল কিছুটা। ফলে বাড়ির স্বাভাবিক  
জলের ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে আমার এই ব্যবসা শুরু।

### পদ্ধতি

পড়াশোনা করছি বলেই, স্থায়ীভাবে কোনও পেশাকে এখনও  
গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু এই ব্যবসায় তেমন শ্রম লাগে না।  
চৌবাচ্চায় জল ভর্তি করে তাতে মাছের পোনা ছাড়লাম। আমি  
শুধু রেড ক্যাপ মাছই চাষ করেছিলাম। প্রত্যেকদিন পর্যাপ্ত  
পরিমাণ খাবার দেওয়া এবং ৩০ দিন অন্তর চৌবাচ্চার ৭৫%  
জল পালটানো ছাড়া বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন নেই।  
প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে সময় দেওয়াই যথেষ্ট। প্রায় ৬ মাস পরে  
মাছ বিক্রি করার উপযোগী হবে এবং ১ বছরের মধ্যে দৈর্ঘ্য  
৩.৫ ইঞ্চি হয়ে যাবে।

### মোট খরচ ও লাভ (আনুমানিক):

চারি মাছ (৮০০ × ৫ টাকা) ৪,০০০ টাকা  
খাবার (১০ কিলো, প্রতি কিলো ৬০ টাকা) ৬০০ "



কঁচো ৩০০ "  
অন্যান্য খরচ ৫০০ "  
মোট খরচ ৫,৪০০ টাকা  
একটি ৩.৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের মাছের মূল্য কমপক্ষে ২০ টাকা। ৪.৫  
ইঞ্চির বড় মাছের দাম অন্তত ৫০ টাকা। আমার ২০টি মাছ  
মারা গিয়েছিল, বাকি বিক্রয় করে পাই (৭৫০ × ২০) + (৩০  
× ৫০) = ১৬,৫০০ টাকা।  
লাভের পরিমাণ (১৬,৫০০ - ৫,৪০০) টাকা = ১১,১০০ টাকা।

### সাবধানতা

জলে ফ্রোনিংয়ের মাত্রা বেশি হলে মাছের ক্ষতি হয়। এছাড়া  
মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে জল পাট্টাবার সঙ্গে  
সঙ্গে অ্যাকুয়ারিয়াম স্ট্রট প্রয়োগ করতে হয়। চৌবাচ্চায় মাছ  
মরতে থাকলে জল পাট্টে ফেলা উচিত। অনেক মাছ একসঙ্গে  
রাখলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায়।

### ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

চাহিদার কথা মাথায় রেখে ব্যবসাটি বাড়ানো যায়। তবে ব্যবসা  
বাড়াতে চাইলে সময় ও মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে হবে।  
ভবিষ্যতে অ্যাকুয়ারিয়ামের বিভিন্ন দ্রব্য পাইকারি দরে কিনে  
মাছের সঙ্গে বিক্রয় করার ইচ্ছা আছে। সেইসঙ্গে কৃত্রিম প্রজনন  
পদ্ধতিতে নানাপ্রকার রঙিন মাছের চারা প্রস্তুত এবং রপ্তানি  
করার ইচ্ছাও আছে।

## স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পাঠকদের জন্য কর্মক্ষেত্র পুরস্কার প্রতি মাসেই ৫০০০ টাকা আপনাকে কী করতে হবে?

‘কর্মক্ষেত্র’ প্রতি সংখ্যায় ব্যবসা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সুলকসন্ধান, পরামর্শ ও পথনির্দেশ প্রকাশিত হয়। এভাবে প্রতি  
মাসে প্রকাশিত ব্যবসার আলোচনা থেকে আপনার পছন্দমতো ব্যবসাটি বেছে নিন। এই ব্যবসাটি বেছে নেওয়ার  
পক্ষে আপনার যুক্তি, কীভাবে এগোবেন ও এ বিষয়ে আপনার যোগ্যতাই বা কী—এইসব বিবৃত করে একটি  
প্রবন্ধ লিখুন। ১,০০০ শব্দের মধ্যে।

এবার খামের ওপর ‘স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কর্মক্ষেত্র পুরস্কার’ লিখে পাঠিয়ে দিন। বাস, এ-ই।

**জানুয়ারি-এর প্রতিযোগিতার জন্য ডিসেম্বর মাসের ‘কর্মক্ষেত্র’-এ প্রকাশিত ব্যবসার আলোচনাগুলি থেকে আপনার পছন্দসই ব্যবসাটি বাছতে হবে।**

লিখবেন কাগজের একপাঠে, পরিষ্কার হস্তাক্ষরে। প্রথম পৃষ্ঠার ওপরে ও প্রতি পৃষ্ঠার বাঁদিকে চওড়া মার্জিন  
রেখে। সঙ্গে নিজের একটি পাসপোর্ট মাপের ছবিও পাঠিয়ে দেবেন।

এভাবে প্রতি মাসেই যৌর প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে, তাঁকে ৫,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রবন্ধটি ‘কর্মক্ষেত্র’-এ  
প্রকাশিত হবে। আমরা আশা করব, পূরস্কৃত পাঠক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে তাঁর মনোমতো ব্যবসার গোড়াপত্তনে  
পুরস্কারের অর্থ কাজে লাগাবেন। কোনও একজনের প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বিবেচিত না হলে একাধিক প্রতিযোগীকে যুগ্মভাবে  
বিজয়ী ঘোষণা করা হবে এবং মোট পুরস্কারমূল্য বিজয়ীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। পূরস্কৃত  
প্রবন্ধের বাইরেও সম্পাদকীয় বিচারে প্রশংসিত প্রবন্ধগুলি ‘কর্মক্ষেত্র’-এ প্রকাশিত হতে পারে।

আপনার লেখাটি ১০ জানুয়ারি-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

সম্পাদক, কর্মক্ষেত্র, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯।

# পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হোন



নিজের হাতে তৈরি করতে চান অভিনব ও ফ্যাশনেবল পোশাক? শুরু করতে চান নিজস্ব ব্যবসা? তাহলে হাতেকলমে শিখে নিতে পারেন পোশাক তৈরির পদ্ধতি। ন্যূনতম ক্লাস এইট যোগ্যতাতেই নিতে পারেন প্রশিক্ষণ। টেলরিং ও ড্রেস ডিজাইনিংয়ের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ভোকেশনাল স্টাডিজ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রয়েছে একাধিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন এখনই।

কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। যে-কোনও শাখার স্নাতকরা ভর্তি হতে পারেন এই কোর্সে। কোর্স ফি ২১,০০০ টাকা।

### কী শিখবেন

প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজির কোর্স কোঅর্ডিনেটর আশিস মণ্ডল জানান, যে-কোনও পোশাক তৈরির নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা ছাঁদ থাকে। সেই নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনেই নতুন ডিজাইনের পোশাক তৈরি করা শেখানো হয় এই কোর্সে। সেলাই মেশিনের ব্যবহার, ক্রস স্টিচ, চেন স্টিচ, ব্যাক স্টিচের মত বিভিন্ন ধরনের সেলাইয়ের মাধ্যমে

কাপড়ে ডিজাইন ফুটিয়ে তোলার পদ্ধতি, কাপড়ে অ্যাপ্লিকের ব্যবহার, ফ্যাব্রিক পেইন্টিং এমনকী পুতুল তৈরির পদ্ধতিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এর পাশাপাশি পাইকারি বাজারে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের বুনন ও গুণগত মান চেনানো হয়, যার ফলে কোন পোশাক তৈরিতে কী কাপড় বাছাই করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় ছাত্রছাত্রীদের।

কোর্স চলাকালীন আরও শিখবেন, বাঁধনি, বাটিক এবং টাই-অ্যান্ড-ডাইয়ের মাধ্যমে কাপড় রাঙানোর পদ্ধতি, আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী নকশার কাজ। হাতে একে নকশা তৈরি ছাড়াও সাহায্য

নেওয়া হয় আধুনিক কম্পিউটার সফটওয়্যারের।

কোর্স চলাকালীন ব্যবসার খুঁটিনাটি সম্পর্কেও অবহিত করা হয় ছাত্রছাত্রীদের। পাইকারি বাজারে গিয়ে কাঁচামাল সংগ্রহ, ব্যাল্কে ঝণের জন্য কীভাবে আবেদন করতে হবে, পোশাক বিপণনের পদ্ধতি, পোশাকের দাম স্থির করা, এক কথায় ব্যবসা চালানোর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বিশদে শেখানো হয় ছাত্রছাত্রীদের। শেখানো হয় মার্কেট রিসার্চ এবং মার্কেট সার্ভে করতে।

### স্বনির্ভরতা ও চাকরির সুযোগ

টেলরিং অ্যান্ড ড্রেস ডিজাইনিংয়ের কোর্সটি সম্পূর্ণ করার পর ছাত্রছাত্রীরা সরকারি-বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষক হিসেবে চাকরি পেতে পারেন। এছাড়াও রয়েছে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার সুযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্টাডি সেন্টার নারী শিক্ষা সমিতির ফ্যাকাল্টি অমিতা দাস জানান, টেলরিং অ্যান্ড ড্রেস ডিজাইনিংয়ের অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্সটি বি এড কোর্সের সমতুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দ্বারা স্বীকৃত। ফলে, রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিতানতুন ডিজাইনের পোশাকে নিজেকে আর আশপাশের মানুষজনকে সাজিয়ে তুলতে ভালোবাসেন? তাহলে শিখে নিতে পারেন পোশাক তৈরির খুঁটিনাটি পদ্ধতি। তারপর তৈরি করতে পারেন নিজস্ব টেলরিং ইউনিট। একটু বড় আকারে ব্যবসা করতে চাইলে সঙ্গে নিতে পারেন বাড়ির আশেপাশের মহিলাদেরও। ব্যবসার জন্য সরকারি ঋণ পাওয়া যায়।

অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট এবং অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স করায় নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ভোকেশনাল স্টাডিজ। কোর্সগুলি করানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্টাডি সেন্টারগুলিতে। ভর্তির জন্য এখনই আবেদন করা যাচ্ছে।

### কত ধরনের কোর্স

বেসিক কোর্স: ক্লাস এইট উত্তীর্ণরা ভর্তি হতে পারেন এই কোর্সে। কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। কোর্স ফি ৩,০০০ টাকা। অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স: অন্তত মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ৬,০০০ টাকা।

অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স: এই

নারী শিক্ষা সমিতির ফ্যাকাল্টি অমিতা দাস জানান, টেলরিং অ্যান্ড ড্রেস ডিজাইনিংয়ের অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্সটি বি এড কোর্সের সমতুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দ্বারা স্বীকৃত। ফলে, রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি স্কুলে ওয়ার্ক এডুকেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পদে চাকরি পাওয়া যায়।

ভিক্রমের মাধ্যমে প্রকাশিত  
বেসিক পড়ার জঙ্গল গাইড

# ভ্রমণ

এখন নতুন রূপে: সম্পূর্ণ রঙিন ও আগাগোড়া রেশমি পাতা

**কাছে-দূরে ২১টি বেড়াবার জায়গা**

**একডজন পিকনিক স্পট**

**এছাড়া আরও ৮ বিশেষ ভ্রমণ**

শীতের পুরুলিয়া • দারিৎবারি • কালনা • সিঙ্গি • পারাদ্বীপের সৈকতে  
• তাড়োবা আর পেঞ্চ • পাকিন দেখতে স্কটল্যান্ড • স্পেন  
ও আরও অনেক কিছু

এখনই আপনার সবচেয়ে বিক্রেতাকে বন্ধন বা কাছের ফটো দেখানো শুরু করুন।

## কারিগরি ভবনের নতুন উদ্যোগ একগুচ্ছ স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্য সরকারের কারিগরি দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের তরুণ-তরুণীদের পেশাদারি দক্ষতা বাড়ানোর জন্য স্বল্পমেয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই স্বল্পমেয়াদি ট্রেনিং কোর্সগুলির কোনওটি তিন মাসের, কোনওটি আবার নির্দিষ্ট ঘণ্টা-ভিত্তিক। সবক'টি প্রশিক্ষণ কোর্সই পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্টের (পিবিএসএসডি) 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পের অধীনস্থ। এই প্রকল্পে একাধিক ট্রেডে মোট ৩৯৪ ধরনের ট্রেনিং কোর্স চলবে সারা বছর ধরে। কোর্স করানোর জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৪০০ ট্রেনিং প্রোভাইডারকে বাছা হয়েছে। ট্রেনিংয়ের জন্য প্রার্থীও বাছাই করবে রাজ্য কারিগরি দপ্তর। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ট্রেনিং নেওয়া যাবে। সফল ট্রেনিং শেষে পাওয়া যাবে এন সি ভি টি অনুমোদিত সার্টিফিকেট।

কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রত্যেক ট্রেনিং প্রোভাইডারকে বছরে ৩টি ট্রেনিং করাতে হবে। এর জন্য ট্রেনিং প্রোভাইডাররা সরকারের কাছ থেকে বার্ষিক নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পাবেন। ট্রেনিং করানোর জন্য ৪টি কিস্তিতে এই টাকা দেওয়া হবে। শেষ কিস্তি মিলবে ট্রেনিং শেষে সফল ছেলেমেয়েদের ৭০ শতাংশের চাকরির সুযোগ করে



দেওয়ার পর। ট্রেনিংয়ের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের কাজটি অতীতে করতেন ট্রেনিং প্রোভাইডাররা। 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পে এই নিয়ম বদলেছে। রাজ্যের কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পূর্ণেশ্বর বসু জানান, 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পে কোন ছেলেমেয়েরা ট্রেনিং নেবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেবে কারিগরি দপ্তর নিজেই। অন্তত অষ্টম শ্রেণি পাশ ছেলেমেয়েরা এই প্রকল্পে ট্রেনিং

নেওয়ার জন্য অনলাইন আবেদন করতে পারেন। কোন ট্রেডে ট্রেনিং নিতে চান অনলাইন আবেদনের সময়ই তা জানাতে হবে। আবেদনকারীদের তালিকা থেকে কারিগরি দপ্তর ট্রেনিংয়ের জন্য প্রার্থী বাছাই করবে। কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই ট্রেনিংয়ের জন্য ২,১৯,০০০ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। কোর্স করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে ১,৮৭,০০০ জনকে। ইতিমধ্যেই ১,৫২,০০০ জন

স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি স্কুলে ওয়ার্ক এডুকেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পদে চাকরি পাওয়া যায়। বেসরকারি আই টি আই কলেজে, স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থায় এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে প্রশিক্ষক হিসেবেও চাকরির সুযোগ রয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে যদি কেউ ব্যবসা শুরু করতে চান তাও করতে পারেন।

- কোথায় পড়বেন**
- নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ভোকেশনাল স্টাডিজের অধীনস্থ স্টাডি সেন্টারগুলি হল: (১) প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি (ভারত সেবাশ্রম সংঘ)। পড়নো হবে এই সব ব্রাঞ্চে: ভি-৩৭: ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফোন: ৯৩৩১২-৫৬৯৩৪। ভি-৫৩: প্রণবকান্যা সংঘ, হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগনা। ফোন: ৯৮৩০২১৬০৫৬, ৮৩৩৪০৭৯৬৬৯। ভি-৫৫: দেবীনগর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। ফোন: ৯৮৫১০৬৮০৮৩। ভি-৫৭: পূর্ব বর্ধমান। ওয়েবসাইট: www.pimtonline.com
- (২) নারী শিক্ষাসমিতি (ভি-২৪), বাগীভবন, ২৯৪/৩ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯। ফোন: ৯৪৩৩০-৫৪৯৯৬, ২৩৫৪-৪৯৯৬। (৩) নারী শিক্ষাসমিতি, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর। ফোন: ৯৪৩৩০-৫৪৯৯৬, ০৩২২১-২৫৫১৩৭। (৪) শ্রীমতীকোতন-শান্তিনিকেতন ডেভেলপমেন্ট (ভি-০১), প্রান্তিক টাউনশিপ, পো: বোলপুর, বীরভূম। ফোন: ৯৫৩১৭-৮৬৫১৪। (৫) শান্তিদেবী বিদ্যানিকেতন (ভি-১০), পলাশি, বড়চাঁদঘর, নদিয়া। ফোন: ৯৮০০২-০২১৮৪, ৯৭৩৩৬-৩৮৩৫৭। (৬) বিবেকানন্দ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট (ভি-৫৬), ময়নাগুড়ি রোড, জলপাইগুড়ি। ফোন: ৮৯১৮৯-২৯৯৭৩।

এরপর চোদ্দের পাতায়

বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ক্লাস-পিছু প্রত্যেক প্রার্থী খাওয়ানোর বাবদ ৫০ টাকা করে পাবেন। ট্রেনিংয়ের শেষে সফল ছেলেমেয়েদের এন সি ভি টি অনুমোদিত সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এই সার্টিফিকেটধারীরা দেশের যে-কোনও সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। চাকরির বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কয়েকটি কোর্সের উপর বিশেষ করে জোর দিচ্ছে সরকার। এই কোর্সগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— এপ্রিকালচার, হার্টিকালচার, পিসিকালচার, অ্যালায়েড হেলথ কেয়ার, অটোমোটিভ রিপেয়ার, ব্যান্ডিং ও অ্যাকাউন্টিং, কুরিয়ার অ্যান্ড লজিস্টিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স ফ্যাব্রিকেশন, গার্মেন্ট মেকিং, ট্রাভেল ও টুরিজম, জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি, সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং, ফিটনেস ট্রেনার, রিটেল প্রডাক্ট।

কোনও প্রার্থী একটি বিষয়ের ট্রেনিং শেষ করে আরও একটি প্রশিক্ষণে ভর্তি হতে পারবেন। সব বিভাগেই স্পেশালাইজেশন করার সুযোগ রয়েছে। তবে একটি বিষয়ের কোর্স শেষ করে তবেই পরবর্তী কোর্সের জন্য আবেদন করতে হবে। বিশদ জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.pbssd.gov.in

স্বনির্ভরতার  
নানা পথ

# রঙিন মাছের চাষ ও বিপণনের মাধ্যমে ভালো উপার্জনের সুযোগ

রঙিন মাছের বিরাট বাজার আছে দেশের মধ্যেই। সুযোগ আছে রপ্তানিরও। রঙিন মাছের চাষে উৎসাহ দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সরকারি প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগও আছে। আগ্রহীরা রঙিন মাছের চাষ ও বিপণনের উদ্যোগ নিতে পারেন এখনই।



নিজস্ব প্রতিদ্বন্দ্বি: স্বচ্ছ কাচের বাস্কের জলে বহুবর্ণ আলোয় সঁতার কাটছে নানা আকার ও রঙের মাছ। আকোয়ারিয়াম নিয়ে মানুষের সৌখিনতা বহু বছর পার করেও কমেই, বরং বেড়েছে। ফলে রঙিন মাছকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যও বেড়েছে। জানেন কি, সারা দেশে এই বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় অংশের অংশীদার পশ্চিমবঙ্গ।

এদেশে উৎপাদিত মোট রঙিন মাছের ৮০ শতাংশই উৎপন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গে। সেই মাছ পৌঁছে যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিদেশেও। রাজ্যের অনার্মেন্টাল ফিশ অ্যাকোয়ারিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সচিব অশোক খান জানাচ্ছেন, রাজ্যের প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ রঙিন মাছের চাষ, সরবরাহ ও বিপণনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। শুধু হাওড়া জেলাতেই কম করে ৩ লক্ষ লোক রঙিন মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। গত

কয়েক বছর ধরেই হাওড়ায় রঙিন মাছের চাষে দারুণ এক গতি এসেছে। ব্রুকভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। হাওড়ায় উৎপাদিত রঙিন মাছ এখন শুধু দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই নয়, পৌঁছে যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইল্যান্ড, প্রতিবেশী বাংলাদেশেও।

বেকার তরুণ-তরুণী এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি রঙিন মাছ চাষের উদ্যোগ নিলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের তরফে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। আমরা ১০০ দিনের কাজের আওতায় রঙিন মাছ চাষের জন্য চৌবাচ্চা গড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করছি। এখন প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগও বেড়েছে। আমরা ব্রকের প্রশিক্ষিত মাছচাষীদের মাধ্যমেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি।

—নারায়ণ বাগ  
উলুবেড়িয়ার ১ নম্বর ব্রকের  
মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক



রঙিন মাছের বিরাট বাজার  
আছে দেশের মধ্যেই

হিমেল সাহ  
রঙিন মাছের ব্যবসায়ী

আমি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রঙিন মাছ রপ্তানি করি। আমার সংস্থার নাম 'কিউট অ্যাকুয়াপেট'। রপ্তানির জন্য মেরিন প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (এমপেড) লাইসেন্সও রয়েছে। কিন্তু বিপণনের কাজটা শুরু করে দেখলাম, আমাদের রাজ্যে উৎপাদিত রঙিন মাছের এক বিরাট বাজার রয়েছে দেশের মধ্যেই। অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটাতেই হিমশিম খেতে হয়। তাই এ পর্যন্ত রপ্তানির পথে যাইনি। আমি বেশি মাছ পাঠাই উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে। অন্য কয়েকটি রাজ্যেও পাঠাই।

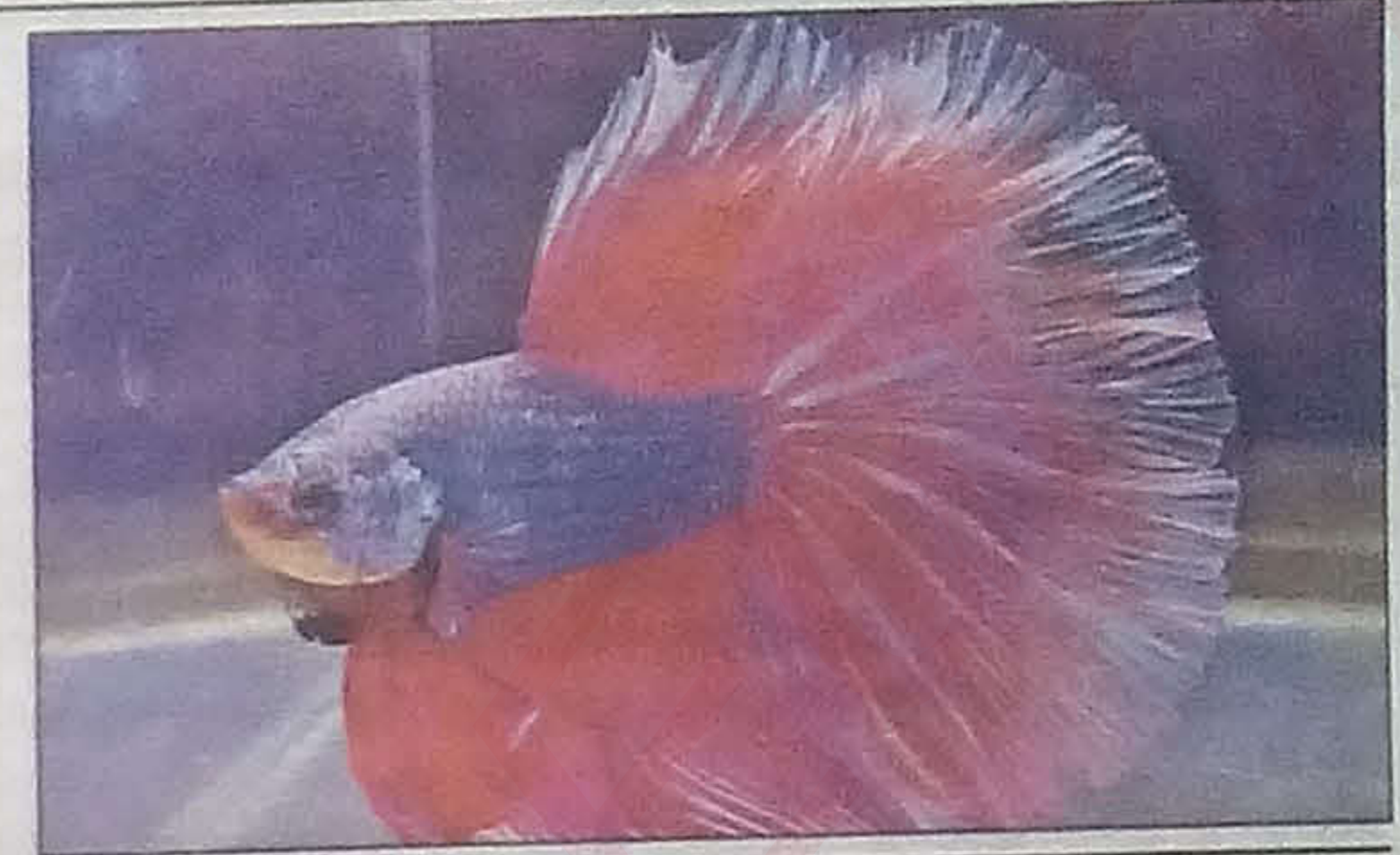
তবে আমি নিজে রঙিন মাছের চাষ করি না। মাছ সংগ্রহ করি এবং বিক্রি করি। চাহিদামতো মাছ সংগ্রহ করে ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে দিই। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা রঙিন মাছ বিপণনের পেশায় অবশ্যই আসতে পারেন। দেশের মধ্যে ব্যবসায় হাত পাকিয়ে পরে রপ্তানি বাণিজ্যের কথা ভাবতে পারেন।

একটু ছোট আকারে স্থানীয় স্তরে ব্যবসা করতে চাইলে ৫০ হাজার টাকার পুঁজি নিয়েও এ ব্যবসায় নামা চলে। বড় পরিকাঠামো গড়ে বাণিজ্যিক লক্ষ্যে কাজ করার জন্য অন্তত ২ লক্ষ টাকার পুঁজির দরকার হবে। পরিকাঠামো বলতে এখানে মাছের স্টক মেন্টেনের কথা বলতে চাইছি। নিয়মিতভাবে এবং সময়মতো অন্য রাজ্যে মাছ পাঠানোর জন্য মাছ মজুত রাখার দরকার হয়। মাছ সংগ্রহ, মাছ মজুত, যথাযথ প্যাকেজিং এবং ট্রেনে সেই মাছ অন্য রাজ্যের ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া— ব্যবসার জন্য এই সরবরাহ শৃঙ্খলা গড়ে তোলা জরুরি।

আমরা যারা বেশ কিছুকাল যাবৎ রঙিন মাছের ব্যবসা করছি, তাঁদের উদ্যোগে অনার্মেন্টাল ফিশ অ্যাকোয়ারিস্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছে ২০১৭-য়। যারা নতুন ব্যবসায় নামবেন, তাঁরা এই অ্যাসোসিয়েশন থেকেও রঙিন মাছের ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন। অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট: [www.ofawa.in](http://www.ofawa.in)

বাংলার সাফল্য দেখে রঙিন মাছের বাণিজ্যে দ্রুত উঠে আসছে কেবল। উদ্যোগী হয়েছে গুজরাত, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশও। এই অবস্থায় রঙিন মাছ চাষের বর্তমান পরিকাঠামোকে পুঁজি করেই এগিয়ে আসতে পারেন বাংলার তরুণ-তরুণীরা। রঙিন মাছ চাষের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাজনকে আরও বেশি করে কাজে লাগিয়ে অনাচারে স্বনির্ভর হতে পারেন তাঁরা।

সুযোগ-সুবিধা  
রঙিন মাছ চাষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীল বিপ্লব প্রকল্পের এরপর চাকের পাতার



## স্বর্গাক্ষরে ছোটদের বই

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর  
**গরিলার চোখ**  
মধ্য আফ্রিকার রোয়াভার আদিম অরণ্যে গরিলাদের মুখোমুখি। কিশোর উপন্যাস। ১৮০ সাহিত্য অকাদেমি (শিশুসাহিত্য) পুরস্কারপ্রাপ্ত

কানাইলাল চক্রবর্তীর  
কুমির হয়ে জলে গেল  
১৩০  
চলো দেখে আসি  
১২০  
চডুইয়ের সঙ্গে ১২৫

মেত্রেশী নাগের  
আঘাতে পল্ল ১৬০  
নেকড়ের চোখ ১৬০  
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ১৩০  
প্রখ্যাত করাসি লেবক দানিয়েল  
পেনাক-এর LOEIL DU LOUP  
বইয়ের অনুবাদ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ১১৫  
পূর্ণেন্দু পতীর আমার ছেলেবেলা ১২৮  
পবিত্র সরকারের  
কথামালা: ছড়ায় ঢালা  
১১৫

## অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সব বয়সের ছোটদের বই

কলকাতার 'স্বর্গাক্ষর' ও ঢাকার 'আলোষ' থেকে একসঙ্গে বেরছে  
**দুরন্দুর**

আমাজনের গভীরে রহস্যে ঢাকা অরণ্যবাসীদের নিয়ে কিংবদন্তির বিশেষ উপন্যাস। ৭ম মুদ্রণ ১৭০

**হীরু ডাকাত**  
পাগলকরা ছন্দে সম বন্ধ করা ডাকাতের গল্প। ১০ম মুদ্রণ ১২০

**চোখে দেখা গল্প**  
নোসেলিয়াম যাযাবরের তীব্রত, সিরিয়ান মন্ত্রভূমিতে বেদুইনদের সঙ্গে, আফ্রিকার জঙ্গলে পরিভ্রমণের মুখোমুখি, শ্রীলঙ্কায় ভেদ্যার চড়ে ভারত মহাসাগর। চোখে দেখা সব সত্যি পর। কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত ১১৫০

**বরফের বাগান**  
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দস্তকরণ দুসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রক্তক্ষয় কাহিনি। পাতার পাতায় ছবি ১২০

**শাদা ঘোড়া**  
ছোটদের বই আর মুদ্রের সম্পৃক্ততা। পাতায় পাতায় দেবপ্রত যোষের ছবি। নান্য ভাষায় অনুদিত। ৩ম মুদ্রণ ১৩০

**নতুন ছড়ার বই**  
প্রত্যেক পাতায় দেবপ্রত যোষের প্রাণঢালা চিত্রাকর্ম। মূল্য ৮০ টাকা

স্বর্গাক্ষরের বই সারা বছর পাঠেন  
অভিমান বুক স্টোর, ১০/২এ, রমানাথ মহাসদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯  
৯৮০১৭০ ৯০৬৫৫ দে বুক স্টোর (আদি), দে বুক স্টোর (দীপ),  
বলার্কা বুক স্টল ইত্যাদি। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় 'বাতিলের'  
(৯৮৮০-১২১১৫০৯৬৬/০১৭১৩০০৪৩৪৪)

স্বর্গাক্ষর Phone: +91 98363 09170 (11 AM-8 PM)  
E-mail: [swarnakshar.books@gmail.com](mailto:swarnakshar.books@gmail.com)

# প্যাকেজিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্স



নিজস্ব প্রতিদ্বন্দ্বি: বর্তমান যুগে যে কোনও সামগ্রী বিপণনের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা থাকে তার মোড়কের। মানুষের যেমন পরিচ্ছন্ন, পণ্যের যেমন প্যাকেজিং। আমরা যখন কিছু কিনি, তখন সবার আগে চোখে পড়ে পণ্যটির মোড়ক। প্যাকেজিং নিয়ে দুনিয়াজুড়ে পড়াশোনা ও গবেষণার শেষ নেই। প্যাকেজিং এখন হয়ে উঠেছে পুরোধস্তর পেশাদারী বিষয়। প্যাকেজিংয়ের দক্ষ পেশাদারদের চাহিদাও খুব বেশি। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিংয়ে পড়া যায় প্যাকেজিং টেকনোলজির ও মাসের সার্টিফিকেট কোর্স। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের অধীন একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। কোর্সটি এশিয়ান প্যাকেজিং ফেডারেশন কর্তৃক স্বীকৃত এবং ওয়ার্ল্ড প্যাকেজিং অর্গানাইজেশন কর্তৃক অনুমোদিত। যে-কোনও শাখার গ্রাজুয়েট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির ডিপ্লোমাধারীরা এবং প্যাকেজিংয়ে বিশেষ আগ্রহী হলে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরাও সার্টিফিকেট কোর্সে

ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। কোর্স ফি ৫৫ হাজার টাকা। প্যাকেজিং নিয়ে পড়াশোনা করে চাকরির সুযোগ রয়েছে প্যাকেজিং, ফার্মাসিউটিক্যাল, কমপোজিট, খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারী সংস্থায়, পোশাক শিল্পে, ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জাম শিল্প ও আভরণ নানা ক্ষেত্রে। সেইসঙ্গে আছে স্বনির্ভরতার সুযোগও। নিজের সংস্থা গঠন করেও প্যাকেজিংয়ের কাজ করা যায়।  
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিংয়ের কলকাতা কেন্দ্রে ও মাসের সার্টিফিকেট কোর্সটি চলবে ১ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত। আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে। আবেদন করতে পারবেন অনলাইনে। বিস্তারিত জানা যাবে সংস্থার ওয়েবসাইটে। যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং টেকনোলজি (কলকাতা কেন্দ্র), ব্লক সি পি-১০, সেক্টর-ফাইভ, সপ্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০২১। ফোন: ২৩৬৭-৬০১৬/০৭৬৬। ওয়েবসাইট: [www.iip-in.com](http://www.iip-in.com)

## কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা

দেশের পাতার পর

সুযোগ রয়েছে— ●উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ●বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কৃষিবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে—

●**উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়**। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পেশ্যালাইজেশন করা যায় এইসব বিষয়ে— এগ্রিকালচারাল ইকনমিস্ট্র, এগ্রিকালচারাল এন্টোমোলজি, এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন, এগ্রিকাল-চারাল স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যান্ড্রোনমি, জেনেটিক্স অ্যান্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং, প্ল্যান্ট প্যাথলজি এবং সয়েল সায়েন্স অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি।

●**বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়**। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পেশ্যালাইজেশন করা যায় এইসব বিষয়ে— এগ্রিকালচারাল ইকনমিস্ট্র, এগ্রিকালচারাল এন্টোমোলজি, এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন, এগ্রিকাল-চারাল স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যান্ড্রোনমি, জেনেটিক্স অ্যান্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং, প্ল্যান্ট প্যাথলজি এবং সয়েল সায়েন্স অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি, এগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল মেটিওরোলজি অ্যান্ড ফিজিক্স, সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার কনজারভেশন, প্ল্যান্ট ফিজিওলজি, এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি অ্যান্ড সয়েল সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল বায়োকেমিস্ট্রি, এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি এবং সিভ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি।

●**কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়**। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্সে স্পেশ্যালাইজেশন করা যায় এইসব বিষয়ে—এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি ও সয়েল সায়েন্স, অ্যান্ড্রোনমি, সিভ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, জেনেটিক্স অ্যান্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং, প্ল্যান্ট ফিজিওলজি এবং হার্টিকালচার। ওয়েবসাইট: [www.caluniv.ac.in](http://www.caluniv.ac.in)

●**রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট**। এই প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় এগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজি এবং জেনেটিক্স অ্যান্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিংয়ের এম এসসি কোর্স। ওয়েবসাইট: [www.rkmvu.ac.in](http://www.rkmvu.ac.in)

●**বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি**। এই প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর স্পেশ্যালাইজেশন করা যায় এইসব বিষয়ে—এগ্রিকালচারাল ইকনমিস্ট্র, অ্যান্ড্রোনমি, এন্টোমোলজি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল জুলজি, এক্সটেনশন এডুকেশন, জেনেটিক্স অ্যান্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং, হার্টিকালচার, মাইকোলজি অ্যান্ড প্ল্যান্ট প্যাথলজি, প্ল্যান্ট ফিজিওলজি এবং সয়েল সায়েন্স অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি। ওয়েবসাইট: [www.bhuonline.in](http://www.bhuonline.in)

এগ্রিকালচারে বি এসসি ও এম এসসি পড়া যায়, এরকম আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়—

●**আসাম এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি**। ওয়েবসাইট: [www.aus.ac.in](http://www.aus.ac.in)

●**বিরসা এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি**। ওয়েবসাইট: [www.bauranchi.org](http://www.bauranchi.org)

●**বিহার এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি**। ওয়েবসাইট: [www.bausabour.ac.in](http://www.bausabour.ac.in)

●**আচার্য এন জি রঙ্গ এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি**। ওয়েবসাইট: <https://www.angrau.ac.in>

●**সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি**। ওয়েবসাইট: <http://https://www.cau.ac.in>

●**চন্দ্রশেখর আজাদ ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি**।

ওয়েবসাইট: <http://www.csauk.ac.in>

●**জগদ্রহনাল নেহরু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়**। ওয়েবসাইট: <http://www.jkvv.org>

●**গোবিন্দবল্লভ পন্থ ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি**।

ওয়েবসাইট: <http://gbpuat.ac.in>

●**ইন্দিরা গান্ধী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়**। ওয়েবসাইট: <http://www.igau.edu.in>

●**কেরালা এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি**। ওয়েবসাইট: <http://www.kau.edu>

এগ্রিকালচারের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয় দেশের এইসব প্রতিষ্ঠানে—

●**রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট**। পড়ানো হয়

পোস্ট-হার্ভেস্ট অ্যান্ড ফুড টেকনোলজির স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স। ওয়েবসাইট:

[www.rkmvu.ac.in](http://www.rkmvu.ac.in)

●**ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট**, আনন্দ এগ্রিকালচারাল

ইউনিভার্সিটি। ওয়েবসাইট: [www.aau.in](http://www.aau.in)

●**ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট**। ওয়েবসাইট:

[www.naarm.org.in](http://www.naarm.org.in)

●**চৌধুরি চরণ সিং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং**।

ওয়েবসাইট: [www.ccsnam.gov.in](http://www.ccsnam.gov.in)

●**বৈকুন্ঠ মেহতা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট**।

ওয়েবসাইট: [www.vamnicom.gov.in](http://www.vamnicom.gov.in)

●**ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন ম্যানেজমেন্ট**।

ওয়েবসাইট: [www.manage.gov.in](http://www.manage.gov.in) — এর সবকটিতেই পড়ানো হয় এগ্রিকালচারাল

ম্যানেজমেন্টের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স।

**কাজের সুযোগ**

কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার পর চাকরির সুযোগ রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি

স্তরে। স্নাতকপরের পড়াশোনা শেষ করার পর ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনাল

সিলেকশন দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে নিয়োগ করা হয়

এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার পদে।

স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনার শেষে রয়েছে গবেষণার সুযোগ। দেশের

বিভিন্ন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে সায়েন্টিস্ট এবং রাষ্ট্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে

লেকচারার/অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগের যোগ্যতামান যাচাইয়ের পরীক্ষা

নেয় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ। পরীক্ষাটি পরিচালনা করে

এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্টস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)-এ

চাকরি হতে পারে এগ্রিকালচার ইকনমিস্ট্র, এগ্রিকালচার, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং

এবং অ্যান্ড্রোনমি শাখায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের। নিয়োগ হতে পারে

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়

সরকারের এগ্রিকালচার, কো-অপারেশন অ্যান্ড ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার বিভাগে চাকরি

হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অফিসার পদে।

## রঙিন মাছের চাষ ও বিপণনের মাধ্যমে ভালো উপার্জনের সুযোগ

তেরোর পাতার পর

আওতায় আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ আছে।

গত এক বছরে উল্বেড়িয়ার ১ নম্বর ব্লকে প্রায় এক হাজার মৎস্যচাষি রঙিন মাছের চাষ শুরু করেছেন। এই ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক নারায়ণ বাগ জানানেন, 'বেকার তরুণ-তরুণী এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি রঙিন মাছ চাষের উদ্যোগ নিলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের তরফে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। আমরা ১০০ দিনের কাজের আওতায় রঙিন মাছ চাষের জন্য চৌবাচ্চা গড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করছি।' নারায়ণবাবু জানান, 'এখন প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগও বেড়েছে। আমরা ব্লকের প্রশিক্ষিত মাছচাষিদের মাধ্যমেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি।'

সম্প্রতি রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহও জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে রঙিন মাছের চাষে উৎসাহ দিতে বিভিন্ন ব্লকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিজের নিজের এলাকার মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের সাক্ষাৎ পাবেন। তথ্য-পরামর্শও পাবেন এই আধিকারিকের কাছ থেকেই।

শুধু হাওড়া জেলাতেই কম করে ৩ লক্ষ লোক রঙিন মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। হাওড়ার দাশনগরে সি টি আই

এলাকায় এবং হাওড়ার কদমতলায় কালী কুণ্ডু লেনের

পেট্রল পাম্প সংলগ্ন অঞ্চলে রঙিন মাছের পাইকারি

বাজার বসে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা

পর্যন্ত বাজার চলে। এই দুই বাজারের মাছ পাড়ি দেয়

দেশের নানা রাজ্যে, বিদেশেও। রঙিন মাছের চাষ বা

বিপণনে আগ্রহীরা বাজারদুটি ঘুরে দেখতে পারেন।

প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পাবেন।

**শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ**

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে রঙিন মাছ চাষের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বছরের বিভিন্ন সময়ে। প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী (ট্রেনে ঘোষপাড়া স্টেশনে নেমে যেতে হবে), নদিয়া। ফোন: ২৫৮০-৮৩৭১, ৯৪৩৩৩-৪২২৮৬।

**রঙিন মাছের বাজার**

হাওড়ার দাশনগরে সি টি আই এলাকায় এবং হাওড়ার কদমতলায় কালী কুণ্ডু লেনের পেট্রল পাম্প সংলগ্ন অঞ্চলে রঙিন মাছের পাইকারি বাজার বসে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাজার চলে। এই দুই বাজারের মাছ পাড়ি দেয় দেশের নানা রাজ্যে, বিদেশেও। রঙিন মাছের চাষ বা বিপণনে আগ্রহীরা বাজারদুটি ঘুরে দেখতে পারেন। প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পাবেন।

রঙানি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: রিজিওনাল অফিস, মেরিন প্রোডাক্টস এন্ডপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এমপেডা), ষষ্ঠ তল, টি বোর্ড বিল্ডিং, ১৪, বি টি এম সরণি, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা ৭০০ ০০১। ফোন: ২২৮৭-৫৯০৮। ওয়েবসাইট:

[www.mpeda.gov.in](http://www.mpeda.gov.in)

রঙিন মাছের চাষ-সংক্রান্ত তথ্য-পরামর্শের জন্য দরকারে উল্বেড়িয়ার ১

নম্বর ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক নারায়ণ বাগের সঙ্গে যোগাযোগ

করতে পারেন এই নম্বরে: ৮৭৬৮৬-৭৯১৭৬।

**পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ**

নিয়ে স্বনির্ভর হোন বারোর পাতার পর

(৭) অঞ্জলি অ্যাকাডেমি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি (ভি-২৭), পাশকুড়া,

পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১ ১৫২। ফোন: ৯৭৩৩৭-৫২৯০৪, ৯৪৩৪৪-৫৩১৪৪।

(৮) আল-আমিন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ, হাটপাড়া, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪

পরগনা। ফোন: (০৩৩)৩২০২-৫৫২১, ৯৮৭৪২-১২০১৩।

(৯) বেঙ্গল ব্রতচারী সোসাইটি (ভি-৫৭), জোকা, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-১০৪।

ফোন: (০৩৩) ২২৪১-১৮৩৯।

(১০) জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (ভি-৪১), বাসতী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ফোন: ৯৭৩২৫-২২৮৪৮ (সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৫টা)।

উপরোক্ত কোর্সে ভর্তির জন্য ফি বাবদ নগদে ২০০ টাকার বিনিময়ে

প্রসপেক্টিভ-সহ আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে স্টাডিসেন্টারগুলি থেকে। আগে-

এলে-আগে সুযোগের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হয়। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ

তারিখ ৩০ ডিসেম্বর। আগ্রহীরা দেখুন এই ওয়েবসাইট: [www.wbsou.ac.in](http://www.wbsou.ac.in)

## নিখরচায় চাকরি ও ব্যবসার উপযোগী ৯ প্রশিক্ষণ নিয়ের পাতার পর



যাবে। মোট ২৭০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ।

●**আগরবাতি প্যাকার**: ধূপকাঠি তৈরি ও প্যাকেজিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ক্লাস এইট পাশ। ২২০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ।

●**জুট প্রোডাক্ট সিটিং অপারেটর**: হাতে ও মেশিন ব্যবহার করে পাটজাত বিভিন্ন

সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ এটি। অন্তত ক্লাস ফাইভ পাশ হলেই প্রশিক্ষণ নেওয়া

যায়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩০০ ঘণ্টা।

●**ফ্লেবোটিমি টেকনিশিয়ান**: প্যাথলজিক্যাল টেস্টের জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ,

সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক।

বিজ্ঞান শাখার উচ্চমাধ্যমিকরা অগ্রাধিকার পাবেন। ৬০০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ।

●**জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট**: নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্টের প্রশিক্ষণ এটি। একজন

রোগীকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার এবং প্রশিক্ষিত নার্সকে তাঁর কাজে সহায়তা

করার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি শেখানো হয় এই প্রশিক্ষণে। শিক্ষাগত যোগ্যতা

অন্তত মাধ্যমিক। ৪২০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ।

●**চাকরি-সহায়ক প্রশিক্ষণ**: এই প্রশিক্ষণ কোর্সে কম্পিউটার শিক্ষার সঙ্গে,

যোগাযোগের দক্ষতা তথা কমিউনিকেশন স্কিল, কর্পোরেট ক্ষেত্রে কাজের

উপযোগী আচার-ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর

জোর দেওয়া হবে। থাকবে অক্ষ ও রিজনিংয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির পাঠও। শিক্ষাগত

সব ক্ষেত্রেই প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে।

আগ্রহীরা এখনই ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রশিক্ষণ

চলে বছরভর। কোনও ব্যাচের আসন পূর্ণ হয়ে গেলে উদ্বৃত্ত

প্রার্থীদের পরের ব্যাচের প্রশিক্ষণের জন্য ডেকে নেওয়া হয়।

**ভর্তির সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন**

✓সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি (বায়োডেটা)

✓আধার কার্ডের ৩টি প্রতিলিপি

✓ভোটার পরিচয়পত্রের ৩টি প্রতিলিপি

✓বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি

✓ব্যাঙ্কের পাসবুকের প্রথম পৃষ্ঠার ৩টি প্রতিলিপি

✓তফসিলিদের ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেটের ৩টি প্রতিলিপি

যোগ্যতা: গ্রাজুয়েট। ২০১৬ থেকে ২০১৮-র মধ্যে যারা স্নাতক ডিগ্রি পেয়েছেন,

শুধু তাঁরাই আবেদনের যোগ্য। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২ মাস।

●**ড্রয়িং, পেন্টিং, বাটিক**: পোশাক ও বেডকভারে ফেব্রিক, বাটিক, ওয়াটার

কালার ও মধুবনী চিত্রশৈলী ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই ট্রেডে। শিক্ষাগত

যোগ্যতা: ক্লাস এইট পাশ। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২০০ থেকে ২৪০ ঘণ্টা।

●**হ্যান্ড এমব্রয়ডারি**: শাড়ি ও বেডকভারে হাতে এমব্রয়ডারির কাজ শেখানো

হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ক্লাস এইট পাশ। ২০০-২৪০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ।

সব ক্ষেত্রেই প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে।

প্রতিষ্ঠানের সেন্টার সুপারভাইজার সূশান্ত মল্লিক জানান, কাজের

প্রক্রিয়াগুলো শিখে নিতে পারলে কাজ আছে। প্রশিক্ষণ শেষে চাকরি এবং

ব্যবসার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-পরামর্শ দেওয়া হবে।

**কীভাবে ভর্তি**

আগ্রহীরা এখনই ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রশিক্ষণ চলে বছরভর।

কোনও ব্যাচের আসন পূর্ণ হয়ে গেলে উদ্বৃত্ত প্রার্থীদের পরের ব্যাচের প্রশিক্ষণের

জন্য ডেকে নেওয়া হয়।

ভর্তির সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন: সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি (বায়োডেটা), আধার

কার্ডের ৩টি প্রতিলিপি, ভোটার পরিচয়পত্রের ৩টি প্রতিলিপি, বয়স ও শিক্ষাগত

যোগ্যতার সার্টিফিকেটের নকল, ব্যাঙ্কের পাসবুকের প্রথম পৃষ্ঠার ৩টি প্রতিলিপি,

তফসিলিদের ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেটের ৩টি প্রতিলিপি।

সোম থেকে শুক্র সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টোর মধ্যে সমস্ত

নথিপত্র-সহ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা: মা সারদা স্বনির্ভর কেন্দ্র, ২০, প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জি রোড,

(চিংপুর ব্রিজের ডানদিকে), কলকাতা-৭০০ ০০২। তথ্যের জন্য ফোন করতে

পারেন এই নম্বরগুলিতে: ২৫৩৩-০০৮৪, ২৯৮৫-০২২৯, ৯০৭৩৮-২৬৪৭।

ওয়েবসাইট: [www.rkmswanirvar.org](http://www.rkmswanirvar.org)

# বিদেশি ভাষা শিখে অনুবাদকের কাজ

দেশের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক শহরগুলিতে পর্যটন বা বাণিজ্যের প্রয়োজনে আসছেন অগের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক বিদেশি পর্যটক। তাঁরা এ দেশে এসে যাতে ভাষার সমস্যায় না পড়েন সেজন্য একমাত্র দোভাষীরাই ভরসা। বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাতেও চাহিদা রয়েছে বিদেশি ভাষা জানা কর্মীর। নতুন ভাষা শেখার আগ্রহ থাকলে পড়তে পারেন বিদেশি ভাষার সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স। ভর্তি নিচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আবেদন করতে পারেন এখনই।



নিজস্ব প্রতিনিধি: নভেম্বরে কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে দেখানো হল ৭০টি দেশের ছবি। অধিকাংশ দেশের ভাষাই ছিল দর্শকদের অজানা। কিন্তু অজানা ভাষার সেই সংলাপকেই বোধগম্য করে তুলল ফিল্মের নীচের ইংরেজিতে লেখা সাব-টাইটেল। এইসব ছবিই দেখানো হচ্ছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে আয়োজিত বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে। কিন্তু ইংরেজি সাব-টাইটেল থাকায় কারওই বোঝার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। সেই ভাষা এবং ইংরেজি জানা পেশাদার অনুবাদকরা এভাবেই এক দেশের সংস্কৃতি-সভ্যতা-ইতিহাস-জীবনযাপনের ধরনকে পৌঁছে দিচ্ছেন অন্য দেশের মানুষের হৃদয়ে।

তবে, সিনেমার পর্দাতেই শুধু নয়, বাস্তবেও অনুবাদক বা দোভাষীরা ভাষাগত সমস্যার সমাধান করে থাকেন। পর্যটন বা বাণিজ্যের প্রয়োজনে যেসব বিদেশি আসেন, স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথাপকথন চালানোর জন্য তাঁদের ভরসা এই দোভাষীরাই। ভারতের মত অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় এবং পর্যটকপ্রিয় দেশে বাঙালি থাকার আতিথেয়তা শিল্পে দোভাষীদের চাহিদা দিনদিন বাড়ছে।

নতুন ভাষা শেখার একান্ত আগ্রহ থাকলে পেশাদার অনুবাদক বা দোভাষী হিসেবে নিজের কেরিয়ার গড়তেই পারেন। উচ্চমাধ্যমিকের পর প্রথাগত পড়াশোনার পাশাপাশি পড়া যায় বিভিন্ন বিদেশি ভাষার সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স।

### কোথায় পড়বেন

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদেশি ভাষার সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও স্নাতকস্নাতক কোর্স পড়ানো হয়। এই মূহুর্তে একাধিক বিদেশি ভাষার কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

●**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়:** ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ-সহ বিভিন্ন বিদেশি ভাষার সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক্স। পড়ানো হবে এই সব ভাষা— ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, পর্তুগিজ, কোরিয়ান, জাপানি এবং চাইনিজ। এর মধ্যে ফরাসি এবং জাপানি ভাষায় অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স করা যায়। প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। আবেদনের যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ।

কোর্স ফি: সার্টিফিকেট কোর্সের ক্ষেত্রে ৩,০০০ টাকা, ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে ৪,০০০ টাকা এবং অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে ৪,৫০০ টাকা।

ক্লাস হবে সপ্তাহে দু'দিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা।  
বাছাই করা প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে ৫ জানুয়ারি।

**আবেদনের পদ্ধতি:** আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। নগদ ১০০ টাকার বিনিময়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এনকোয়ারি অফিস থেকে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ পূরণ করা দরখাস্ত ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে এই ঠিকানা: Information Counter, Jadavpur University, 188, Raja Subodh Chandra Mallick Road, Kolkata 700 032.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: (০৩৩) ২৪৫৭-২৪৪৩।

●**রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়:** বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচারে ফরাসি, জার্মান, চাইনিজ, জাপানি, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, তিব্বতি ও রাশ ভাষার সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেওয়া হয়।  
আসনসংখ্যা: সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা— উভয় কোর্সেই প্রতিটি ভাষায় ২০টি।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচারের ডিরেক্টর ডঃ আশিসকুমার দাস 'কর্মক্ষেত্র'কে জানালেন, পর্যটন, হোটেল ও বিমান পরিষেবা ক্ষেত্রে বিদেশি ভাষায় দক্ষ পেশাদাররা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। অনুবাদক পদে পেশাদারদের চাহিদা রয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার, পর্যটন এবং বিদেশ মন্ত্রক-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি দপ্তরগুলিতে। বিদেশি ভাষার শিক্ষকতাও করা যায়। জার্মান, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, ফরাসি, আরবি, তিব্বতি-সহ বিভিন্ন বিদেশি ভাষার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সি বি এস ই)-এর অধীনস্থ স্কুলগুলি। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতেও পড়ানো হয় স্প্যানিশ, ফরাসি, চাইনিজ এবং জার্মান ভাষা।  
শিক্ষক প্রয়োজন হয় সেখানেও।

সার্টিফিকেট কোর্সের চারটি 'লেভেল' বা স্তর— বিগিনার্স, ইন্টারমিডিয়েট, লেভেল-৩ ও অ্যাডভান্সড। প্রতিটি লেভেলের মেয়াদ ৬ মাস। ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। ডিপ্লোমা কোর্স চারটি সেমিস্টারে বিভক্ত। প্রতিটি সেমিস্টারের মেয়াদ ৬ মাস।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাশ হলে সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য আবেদন করা যাবে। ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষায় সার্টিফিকেট কোর্সের চারটি লেভেলেই উত্তীর্ণ হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে পরবর্তী ব্যাচের ক্লাস শুরু হবে মার্চে। ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে জানুয়ারি মাসে। তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: ৯৮৭৪৮-২৪৩১৭ (দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা)। দেখতে পারেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ওয়েবসাইট: www.rbu.ac.in

●**কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়:** বিভিন্ন বিদেশি ভাষার সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়। ভাষাগুলি হল— আরবি, চাইনিজ, ফরাসি, জার্মান, কোরিয়ান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, তিব্বতি, ফার্সি। এর মধ্যে কোরিয়ান ভাষার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সার্টিফিকেট কোর্স করা যাবে। বাকি ভাষাগুলির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স— দুইই পড়ানো হয়। সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা— উভয় কোর্সেরই মেয়াদ ১ বছর।

আবেদনের যোগ্যতা: যে-কোনও শাখায় ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ স্নাতক। ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ভাষায় ১ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করে থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হয় সার্টিফিকেট কোর্সের ক্ষেত্রে একটি লিখিত পরীক্ষা (মোট নম্বর ১০০) এবং কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হয় শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে।

বিশদ তথ্যের জন্য আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভাষা বিভাগ, আশুতোষ বিল্ডিং (সেকেন্ড ফ্লোর), ৮৭/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। ওয়েবসাইট: www.caluniv.ac.in

এছাড়াও কলকাতা এবং রাজ্যের অন্যান্য আরও কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিদেশি ভাষা পড়ানো হয়—

●**রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক:** প্রতিষ্ঠানের স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজেসে পড়ানো হয় ফরাসি, জার্মান, চাইনিজ, জাপানি, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, আরবি, কোরিয়ান, ল্যাটিন, পর্তুগিজ, পার্সি এবং রাশিয়ান ভাষার সার্টিফিকেট কোর্স। কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল উত্তীর্ণরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, কোর্সগুলিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ডিসেম্বরে। কোর্স সম্পর্কিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: (০৩৩) ২৪৬৫-২৫৩২, ৪০৩০-১২৮১। ওয়েবসাইট: www.sriramakrishna.org

●**বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়:** প্রতিষ্ঠানের ইনস্টিটিউট অব ল্যাঙ্গুয়েজ, লিটারেচার অ্যান্ড কালচারে সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয় এই সব বিদেশি ভাষায়: ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান, রাশিয়ান, ফার্সি, তিব্বতি এবং আরবি। সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির জন্য অন্তত মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যায়। ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ব ভারতী বা অন্য কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ভাষায় ২ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করে থাকতে হবে। এছাড়াও অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয় ইতালিয়ান ও রাশিয়ান ভাষায়। সব ক্ষেত্রেই ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এপ্রিল মাসে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.visvabharati.ac.in

●**বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়:** ফরাসি ও জার্মান ভাষার সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা এবং অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়। প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। যে-কোনও শাখার স্নাতকরাই ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। আগ্রহীরা কোর্স-সম্পর্কিত বিশদ তথ্যের জন্য দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট: www.buruniv.ac.in

●**রাশিয়ান কালচারাল সেন্টার, গোর্কি সদন:** শেখানো হয় রাশিয়ান ভাষা। ফোন: (০৩৩) ২২৮৩-২৭৪২।

●**অলিয়ার্স ফ্রান্সেস দু বেসল:** শেখানো হয় ফরাসি ভাষা। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন এই ফোন নম্বরে: (০৩৩) ৪০০৬-৪৮০১।

●**ইনস্টিটিউট দু চন্দননগর:** শেখানো হয় ফরাসি ভাষা। ফোন: ২৬৮৩-৯৬৬১।

●**গ্যেটে ইনস্টিটিউট:** কলকাতার ম্যাঙ্গমুলার ভবনের গ্যেটে ইনস্টিটিউটে শেখানো হয় জার্মান ভাষা। ফোন: (০৩৩) ২২৬৪-৬৩৯৮।

### কাজের সুযোগ

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচারের ডিরেক্টর ডঃ আশিসকুমার দাস 'কর্মক্ষেত্র'কে জানালেন, পর্যটন, হোটেল ও বিমান পরিষেবা ক্ষেত্রে বিদেশি ভাষায় দক্ষ পেশাদাররা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। অনুবাদক পদে পেশাদারদের চাহিদা রয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার, পর্যটন এবং বিদেশ মন্ত্রক-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি দপ্তরগুলিতে।

বিদেশি ভাষার শিক্ষকতাও করা যায়। জার্মান, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, ফরাসি, আরবি, তিব্বতি-সহ বিভিন্ন বিদেশি ভাষার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সি বি এস ই)-এর অধীনস্থ স্কুলগুলি। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতেও পড়ানো হয় স্প্যানিশ, ফরাসি, চাইনিজ এবং জার্মান ভাষা। শিক্ষক প্রয়োজন হয় সেখানেও।

বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাতে বিদেশি ভাষা জানা ছেলেমেয়েরা নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। ইংরেজি ছাড়াও জাপানি, জার্মান, স্প্যানিশ এবং চীনা ভাষা জানা কর্মীর চাহিদা রয়েছে এই সব সংস্থায়। স্বাধীনভাবে বিদেশি বইয়ের অনুবাদ করার সুযোগ রয়েছে। অনলাইনেও রয়েছে অনুবাদভিত্তিক কাজের সুযোগ। এছাড়া বিদেশি দূতাবাসগুলিতেও অনুবাদক এবং দোভাষী হিসেবে কাজের সুযোগ পাওয়া যায়।

## সিঁদুরির ভেষজ রঙে দেখা দিচ্ছে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা

নয়ের পাতার পর তোলা উদ্যোগ নিয়েছেন। সিঁদুরি গাছ সাধারণত মাঝারি আকারের হয়। বীজ রোপণের দেড় থেকে দুই বছর পর গাছে ফুল ধরে। ফল হয় ডিসেম্বরে। ফল পাকতে চার-পাঁচ মাস সময় লাগে। ওই ফল থেকেই পাওয়া যায় বীজ। বীজের পাতলা আবরণটাই রঙের উৎস। ১০ ফুট দূরত্ব রেখে গাছগুলি বসাতে হবে। একটি গাছ থেকে বছরে ২-৩ কেজি পর্যন্ত বীজের ফলন পেয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষকরা।  
অনুপমবাবু জানিয়েছেন ল্যাটেরাইট মাটিতে গাছটি ভালো হবে। জমিতে জল দাঁড়ালে চলবে না।

### বীজ কোথায় পাবেন

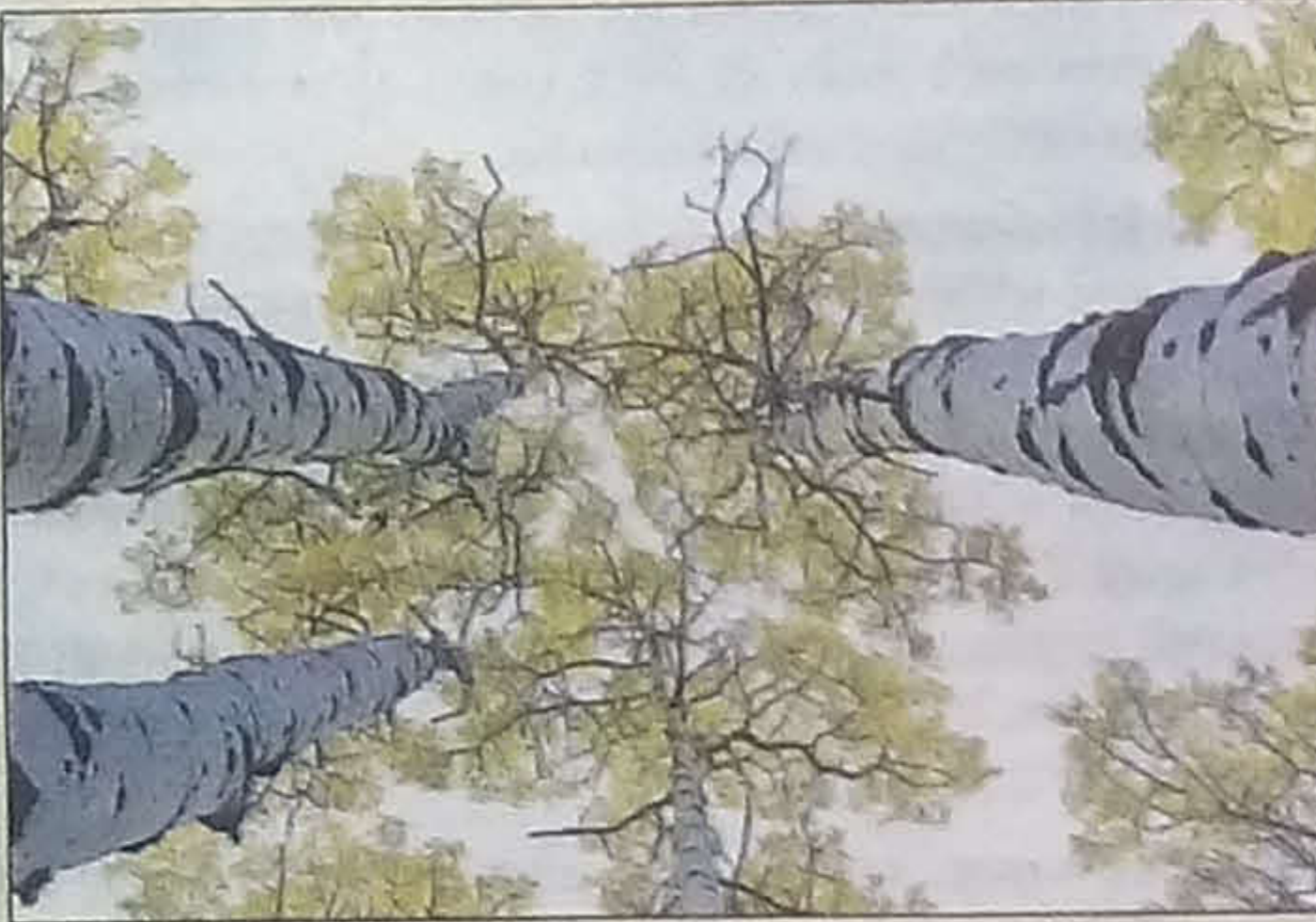
সিঁদুরি গাছের চাষে আগ্রহীরা বীজের জন্য ফুলিয়ার এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারেন। অনুপমবাবু জানান, আমাদের কাছে কয়েক কেজি বীজ আছে। সত্যিই যাঁরা চাষে আগ্রহী তাঁদের বীজ বন্টন করা হবে। পরবর্তীকালে তাঁদের শেষ হলে কোথা থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে তার হদিশও আমরা দিয়ে দেব।

যোগাযোগের ঠিকানা: এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং সেন্টার, ফুলিয়া, নদিয়া-৭৪১ ৪০২। ফোন: (০৩৪৭৩) ২৩৪২৩৪।

# জ্ঞান বিজ্ঞান

## জানার জানালা

আমেরিকার উটা প্রদেশের অ্যাসপেন গাছ হারিয়ে যাচ্ছে



একটি গাছ নিয়েই জঙ্গল। বতস্বর চোখ যায় ঘন জঙ্গলের পুরোটাই আসলে একটিই গাছ। মাটির নীচে শিকড় ছড়িয়ে পড়ে ১০০ একরেরও বেশি জায়গা জুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে শয়ে শয়ে হাজার হাজার শাখা। ক্যালিফোর্নিয়ার এই জায়গায় সেরিউস উড পপুলাস গণ ভুক্ত অ্যাসপেন ট্র-র সমারোহ দেখা যাবে উটা প্রদেশের মধ্যভাগে ফিশলে কন্যাশনাল ফরেস্টে। অন্যায়সেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় জীব বলা চলে এই অ্যাসপেন গাছকে। কিন্তু একশো একরের বেশি জায়গা জুড়ে ছড়ানো অ্যাসপেন গাছের শাখার সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। শুকিয়েও যাচ্ছে অনেক অংশ। জীববিজ্ঞানীরা বলছেন স্থানীয় গবাদিপশু আর বনের হরিণজাতীয় প্রাণীরা খেয়ে ফেলছে অ্যাসপেনের শাখা-প্রশাখাগুলি। অনেক জায়গায় গাছকে বাঁচাতে বেড়ালালে ঘিরে দেওয়া হয়েছে শাখাগুলিকে। তাও রক্ষা নেই।

## হিমালয়ের শজারু দেখা দক্ষিণবঙ্গেও



উত্তরবঙ্গে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে ঝুঁটিহীন শজারুদের (হিমালয়ান ফ্রেস্টলেস পর্কুপাইন) স্বাভাবিক বাসস্থান বলে মনে করা হলেও দক্ষিণবঙ্গেও তারা স্বল্পসংখ্যেই বসবাস করছে বলে ট্র্যাপ ক্যামেরা থেকে পাওয়া ছবিতে জানা গেল। যদিও জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (জেডএসআই) নথিতে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে শুধু তরাই অঞ্চলেই তাদের বাসভূমি সীমাবদ্ধ। কিন্তু হাওড়ার জগৎবন্দুপুত্র, পাঁচলা, ডোমজুড়, সাকরাইল ব্লক এবং হাওড়া লাগোয়া গ্রামাঞ্চলে সম্প্রতি নিয়মিত তাদের দেখা মিলছে। হুগলি জেলার কয়েকটি অঞ্চলেও তাদের দেখা গিয়েছে। এই দুই জেলায় বন্যপ্রাণ উৎসাহীরা সচেতনতার প্রচার চালাচ্ছেন। আশা করা যাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের আরও কিছু জেলায় তাদের বাসভূমি ছড়িয়ে দেওয়া যাবে।

## অরুণাচলে বাঘ থাকার প্রমাণ মিলল



অরুণাচল প্রদেশে দীর্ঘদিন কোনও বাঘের দেখা পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে রাজ্যের দিবাং ওয়াইল্ডলাইফ স্যাচুরারিতে যে বাঘ আছে সম্প্রতি একটি জানালাে লেখা প্রবন্ধে তার প্রমাণ দিলেন দুই গবেষক আইশো শর্মা অধিকারী ও জি ভি গোপি। পূর্ব হিমালয়ের বায়োডাইভারসিটি ইন্সটিটুট মিশমি পাহাড়ে বাঘ থাকার নজিরস্বরূপ দু'টি ছবি প্রকাশ করেছেন তাঁরা। দু'টি ছবিই ২০১৭ সালের। ২০১৫ থেকে '১৭ এই দু'বছর ধরে দিবাং ওয়াইল্ড লাইফ স্যাচুরারি ও মিশমি পাহাড়ে বাঘ এবং অন্যান্য মাংসার্থী ও তাদের বাদ্য হতে পারে এমন প্রাণীদের নিয়ে কাজ করেছেন তাঁরা। এই অঞ্চল সম্পর্কে প্রচুর নতুন তথ্যও তাঁদের হাতে এসেছে। তবে বাঘের উপস্থিতির প্রমাণ নিঃসন্দেহে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।



● ভারতে সিডিল সার্ভিস পরীক্ষা সর্বপ্রথম কে চালু করেন ?  
উত্তর: লর্ড কর্নওয়ালিস

● নাগার্জুন সাগর প্রকল্পটি কোন নদীর গতিপথে গড়ে তোলা হয়েছে?  
উত্তর: কৃষ্ণা

● ক্রোমিওজেন কী?  
উত্তর: একপ্রকার উদ্ভিদ হরমোন

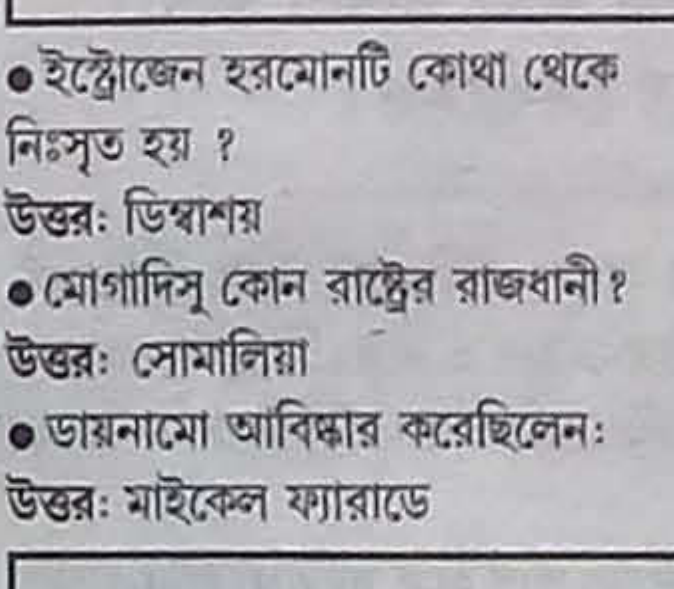
● পেরিয়ার অভয়ারণ্যটি কোন রাজ্যে অবস্থিত?  
উত্তর: কেরল

● আন্টোকিটিকার তুব্বার ঝড়কে কী বলে?  
উত্তর: ব্রিজার্ড

● সর্বোৎকৃষ্ট কয়লা কোনটি?  
উত্তর: অ্যানথ্রাসাইট

● কোন গ্রন্থির অস্বাভাবিক ক্ষরণে ডোয়াক্সিজম রোগটি হয়?  
উত্তর: পিটুইটারি গ্রন্থি

● বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন রাজতন্ত্র কোনটি?  
উত্তর: জাপান



● বাস্তিল দুর্গ কোথায় অবস্থিত?  
উত্তর: ফ্রান্স

● ইস্ট্রোজেন হরমোনটি কোথা থেকে নিঃসৃত হয়?  
উত্তর: ডিম্বাশয়

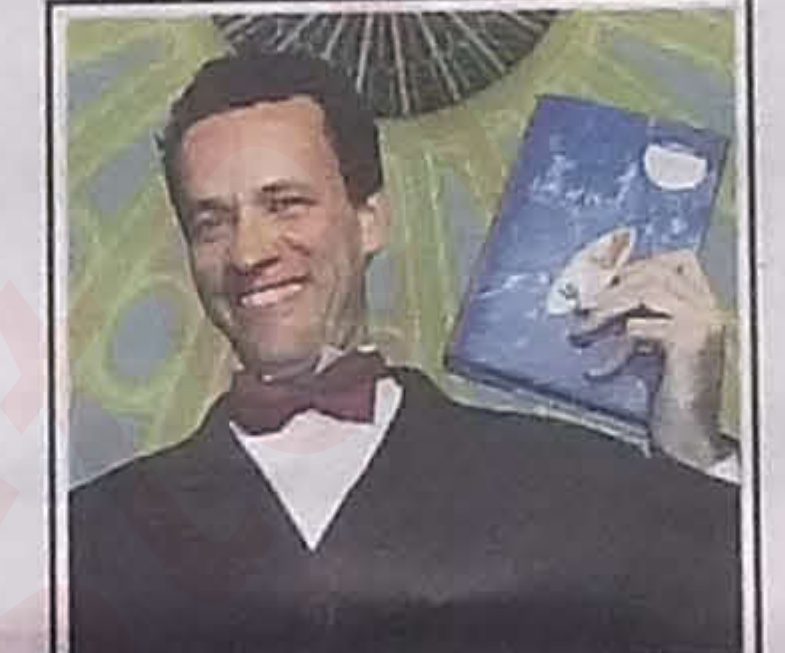
● মোগাদিসু কোন রাষ্ট্রের রাজধানী?  
উত্তর: সোমালিয়া

● ডায়নামো আবিষ্কার করেছিলেন:  
উত্তর: মাইকেল ফ্যারাডে



● পাইন গাছ কোন ফ্যামিলি বা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত?  
উত্তর: পাইনেসি (Pinaceae)

- আন্তন নেভাতে কোন গ্যাসের ব্যবহার হয়?  
উত্তর: কার্বন ডাইঅক্সাইড
- হাওয়া মহল কোথায় অবস্থিত?  
উত্তর: জয়পুর
- কোন খনিজের অভাবে গরুর রোগটি হয়?  
উত্তর: আয়োডিন
- দুধকে দইয়ে পরিণত করতে প্রয়োজন:  
উত্তর: ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাক্টেরিয়া
- নর্দার্ন রোডেশিয়ার বর্তমান নাম কী?  
উত্তর: জাম্বিয়া
- কানাডার মুদ্রার নাম কী?  
উত্তর: কানাডিয়ান ডলার
- মানবশরীরের কোন অঙ্গে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়?  
উত্তর: বৃক
- হ্যানয় কোন দেশের রাজধানী?  
উত্তর: ভিয়েতনাম
- সাফ কাপ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত?  
উত্তর: ফুটবল



● 'লাইফ অফ পাই' বইটি কার লেখা?  
উত্তর: ইয়ান মার্টেল

- যকৃতে গ্লুকোজ কীরূপে সঞ্চিত থাকে?  
উত্তর: গ্লাইকোজেন
- কোন পদার্থের উপস্থিতির জন্য রক্ত জমাট বাঁধে না?  
উত্তর: হেপারিন
- কোন দেশটিকে শ্বেতহস্তীর দেশ বলা হয়?  
উত্তর: রাইল্যান্ড
- ফাইন লেগ কথাটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত?  
উত্তর: ক্রিকেট
- বিজয়ওয়াড়া শহরটি কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছে?  
উত্তর: কৃষ্ণা
- শাল কী ধরনের বৃক্ষ?  
উত্তর: পর্ণমোচী
- সিন্দুসভ্যতার প্রাচীন বন্দর কোনটি?  
উত্তর: লোথাল
- 'অ্যাথলিট ফুট'— এই রোগটির জন্য দায়ী হল:  
উত্তর: ছত্রাক
- 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'— এর প্রবক্তা হলেন:  
উত্তর: চার্লস ডারউইন

## হীরের টুকরো

### প্লাস্টিকখেকো জাহাজ



গবেষকদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে বিভিন্ন সমুদ্রে মোট ৫০ হাজার কোটি প্লাস্টিকের টুকরো ভাসছে। গবেষণায় বিশ্বের সবচেয়ে নামী লবণের ব্র্যান্ডগুলির ৯২ শতাংশই মিলেছে প্লাস্টিক দূষণের চিহ্ন। প্লাস্টিক দূষণ থেকে সমুদ্রকে বাঁচানোর সেই কঠিন লড়াইয়েই নেমেছে পূনের বছর বারোয় এক কিশোর। তার হাতিয়ার নিজেই তৈরি করা এক জাহাজের নকশা।

ছেলেটির নাম হাজিক কাজি। সে পূনের ইন্ডাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্র। স্কুলে তাকে একটি প্রোজেক্ট দেওয়া হয়েছিল, যার বিষয়, পৃথিবীর কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বেছে নিয়ে তার সমাধানের কথা ভাবা। আরও অনেকের মতই সেও বেছে নিয়েছিল প্লাস্টিক দূষণের বিষয়টি। কিন্তু তার সেই ভাবনার জল যে এতদূর গড়াবে, হাজিক নিজেই কি তা জানত।



প্রথমেই হাজিকের মনে যে-চিত্রার উদয় হয় তা হল, দূষিত সমুদ্র থেকে প্রথমেই প্লাস্টিকের জঞ্জাল সরাতে হবে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব! ভাবতে থাকে সে। একদিন খাবার পর বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে লক্ষ করে, জমা জল খুব দ্রুত বেসিনের ছিদ্রের দিকে জড়ো হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ধারণা থেকেই জন্ম নিল 'এরডিস'— একটি জাহাজ, যার খোলার মধ্যে থাকবে বড় চৌবাচ্চা আর বাইরের দিকে কয়েকটি যন্ত্র। সমুদ্র থেকে প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য, এমনকী তেলও শুঁবে নিয়ে ভেতরের চৌবাচ্চায় জমা করবে ওই যন্ত্রগুলি। প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন বর্জ্য জমা হবে জাহাজের খোলার ভেতর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে। অনেকটা ভ্যাকুয়াম ক্রিনারের মতো করে জঞ্জাল সরিয়ে ফেলবে সেই জাহাজ। কিন্তু সেসবের সঙ্গে একফোঁটা সমুদ্রের জলও শুঁবে নেবে না। ফিল্টার করে ফিরিয়ে দেবে সমুদ্রে। ছোট হাজিকের চোখে স্বপ্ন, তার এই যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীটা আবারও হয়ে উঠবে প্রকৃত বাসযোগ্য।

### বিশ্বজয়ী সৌরভ



বাঁপায়ের দু'টিমাত্র সচল আঙুলের ভরসায় তথ্য-প্রযুক্তির বিশ্বখোঁচাব জিতে নিল দশম শ্রেণির ছাত্র সৌরভ সিংহ। সৌরভের বাড়ি বানপুরের ইন্ডো আবাসনে। নভেম্বরে দিল্লিতে আয়োজিত যে গ্লোবাল আইটি চ্যাঞ্জে স্বর্ণপদক পেয়েছে সৌরভ, তাতে যোগ দিয়েছিল বিশ্বের ১৮টি দেশের মোট ৯৬ জন বিশেষভাবে সক্ষম প্রতিযোগী।

রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনীতি ও সামাজিক কমিশন এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা। মোট চারটি বিভাগে নাম দিয়েছিল সৌরভ— ই লাইফ ম্যাপ, ই টুল, এম এস অ্যাকশন, ই ফ্রিয়েন্ডিভ। চারটিতেই প্রথম হয়েছে আসানসোলার বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রটি। সৌরভ জন্মেছিল দু'টি হাত ছাড়াই। তার ডান পাটিও অচল। কিন্তু বাঁপায়ের দু'টি আঙুল দিয়েই সে লেখালেখি, ল্যাপটপে কাজ, কম্পিউটার অন-অফ করার কাজ করে। কিন্তু এত কিছু না থাকাকেও মোটেই প্রতিকুলতা বলে মনে করে না সৌরভ। তাঁর বক্তব্য, অনেকের তো অনেক কিছু থাকে না। তবু তাঁরা পৃথিবীর সেরা হয়ে আছেন। আত্মবিশ্বাস আর একাগ্রতাই আসল। সৌরভের স্বপ্ন একদিন দেশের সেরা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠা। আত্মবিশ্বাস আর একাগ্রতাকে পূজি করেই স্বপ্ন সফল করার দিকে এগিয়ে চলেছে সে।

### আঠারোতেই ফেলো



ব্রিটেনের রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি তাদের ফেলো নির্বাচিত করল এক ভারতীয় ছাত্রকে। ছাত্রটির নাম অমল পুষ্প। ১৮ বছরের অমল পাটনার দিল্লি পাবলিক স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে। একজন 'স্বাধীন গবেষক' হিসেবে অমল একটি গবেষণাপত্র লেখে ব্ল্যাকহোল বিষয়ে। গবেষণাপত্রটি সে পাঠিয়েছিল কলকাতার এস এন বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সের প্রাক্তন অধ্যাপক পার্থ ঘোষের কাছে। গবেষণাপত্রটির দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিপাদ্য এতটাই

অভিনব যে সেটি মুদ্রণের যোগ্য বলে মত প্রকাশ করেন পার্থবাণু। পরে রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির কাছে ফেলোশিপের জন্য অমলের নাম প্রস্তাব করেন কেপ্তিব্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক লর্ড মার্টিন রিজ। অমলের এই অত্যন্ত অভিজ্ঞত বীকৃতির খবরে উচ্ছ্বসিত তার স্কুলের প্রিন্সিপাল বি বিনোদ জানান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে অমল বরাবরই অত্যন্ত মনোযোগী। আমাদের ওকে বলেছি বাকি বিষয়গুলোতেও বিশেষ মনোযোগ দিতে, কারণ এ বছরই ওকে বোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষাতেও বসতে হবে।

# গড়ে তুলুন নিজেকে

স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা শেষ করেই মনে হয় এবারে একটা চাকরি চাই। কেউ কেউ উচ্চমাধ্যমিক দিয়েই চাকরির জন্য খোঁজখবর শুরু করে। কিন্তু শুধু সিলেবাস ধরে পড়াশোনা করলেই চাকরির বাজারের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত হওয়া যায় না। দরকার আরও কিছু। আধুনিক কাজের জগৎ ঠিক কী চাইছে? কীভাবে নিজেই নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন আধুনিক এই কর্মজগতের জন্য? এই নিয়েই এই বিভাগ। বিভিন্ন নামী সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ব্যস্ত পেশাদাররা জানাচ্ছেন তাঁদের নিজেদের গড়ে ওঠার কথা, পরামর্শ দিচ্ছেন কীভাবে আপনারাও নিজেদের গড়েপিটে নেবেন দ্রুত বদলাতে থাকা এই কর্মজগতের জন্য।



নীলমণি মণ্ডল  
বিজনেস হেড-ডিজিটাল  
হিমালয়ান অপটিক্যালস

আমরা সবসময় সিভিলিটে সাফল্যের পরিসংখ্যান দিয়ে থাকি। কিন্তু জীবন মানে তো শুধুই সাফল্য নয়। সেখানে ব্যর্থতাও থাকে। ইন্টারভিউ বোর্ডে সেই ব্যর্থতার গল্পগুলোও জানতে চাওয়া হয়। তার থেকেই বোঝা যায়, প্রার্থী কী শিখেছে। তাই যা পারেনি, যেখানে হেরে গিয়েছে সেই ঘটনাগুলোও ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে নতুন করে মনে করতে পারেন। ইন্টারভিউয়াররাও জানেন, সব কিছুই নিখুঁত হয় না। যেমন, আমার সব ডিজিটাল প্রাইমিই যে সফল হয় তা তো নয়, কিছু বাতিল করতে হয়, কোনওটা আবার আংশিক সফল হয়। আসল কথা

হল, ভালোমন্দ মিশিয়ে যে ডুমি, তাকেই উপস্থাপন করতে হবে অন্যদের সামনে। তোমার লড়াই, তোমার শেখা, তোমার যোগ্যতা সব মিলিয়েই ইন্টারভিউয়াররা তোমায় বিচার করবেন।

## কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা

যে-কাজের জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে সেই বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। যেমন, যদি কেউ মার্কেটিংয়ের কাজ করতে চায়, তাহলে মার্কেটিং সম্পর্কে তার একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। অনেকের ধারণা, মার্কেটিং মানে বিক্রি করে বেড়ানো। অথচ সেলস আর মার্কেটিং দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা বিভাগ। তাই কোন ফিল্ডের কাজের প্রকৃতি কীরকম তার জ্ঞান না থাকলে প্রমোশনের পর্বের প্রথমই আটকে যাবে।

যে-সংস্থায় কাজের জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে, সেখানে কী ধরনের কাজ করতে হবে, কীভাবে করবে, সে সম্পর্কে আগাম একটা ধারণা থাকলে ভালো হয়। এ সম্পর্কে প্রশ্ন আসতেই পারে। তার জন্য তৈরি থাকতে

হবে। তোমার উত্তর থেকে ইন্টারভিউয়ার বুঝতে চেষ্টা করবেন, প্রার্থী জেনে এসেছে নাকি না জেনে।

## ভুলকে ঠিক বলে চালিও না

আর-একটা ভুল সাধারণত করে থাকে প্রার্থীরা। সেটা হল, যে-বিষয়টা জানা নেই, সেটির ভুল উত্তর দিয়ে, ভুল উত্তরটাকেই ঠিক বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। কিন্তু ইন্টারভিউ বোর্ডে নিজের প্রতি এবং প্রশ্নের প্রতি যতটা সৎ থাকা যায় ততটাই ভালো।

স্থানীয় ভাষা আর ইংরেজির উপর দখল থাকলে ভালো। ভাষা বোঝা এবং বলা রপ্ত করতে হবে। খবরের কাগজ এবং নিউজ চ্যানেলগুলি নিয়মিত দেখলে শব্দের সঠিক উচ্চারণ শিখতে পারবে। অর্থাৎ এককথায় তোমার কমিউনিকেশন স্কিলটি তৈরি রাখতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলা, তাতে নিজেকে সহজভাবে প্রকাশ করতে সুবিধা হবে।

## বানিয়ে উত্তর দিলে বিপদ হতে পারে

দু'একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পরই ইন্টারভিউয়ার

বুঝে নেন প্রার্থী প্রশ্নের উত্তর সৎ ভাবে দিচ্ছে, না বানিয়ে বলছে। যখনই বোঝা যায় বানাচ্ছে, তখনই এমন সব প্রশ্ন করা শুরু হয়, যাতে তার থেকেই বেরিয়ে আসে আসল সত্যিটা। তাই কোনও প্রশ্নটি না নিয়ে কোনও ইন্টারভিউয়ে যাওয়াটাই উচিত নয়। বেশি গোলমাল করে ফেললে তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। কারণ বিভিন্ন সংস্থার উচ্চপদস্থ ইন্টারভিউয়াররা বেশিরভাগই পরস্পরকে চেনেন। ফলে প্রার্থীর সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ছাপ পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই-ধীর-স্থির ভাবে উত্তর দিতে হবে। প্রশ্ন না বুঝতে পারলে আবার জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন।

নিজেকে প্রমাণ করাটা খুব জরুরি। কথটা চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বাড়িতে বা অন্য সময়ও কিছু চাওয়ার আগে নিজেকেই প্রশ্ন করুন, কেন চাই। যা চাই, তা পাওয়ার যোগ্যতা কি আছে? নিজের সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে নিজের সীমাবদ্ধতাকে পেরিয়ে যাওয়ার কাজটিও সহজ হবে।

## ফুরোবার আগেই সংগ্রহ করুন

ডিসেম্বর ২০১৮ ২০ টাকা ১০০ পাতা ১

কর্মক্ষেত্র-র পরিপূরক পত্রিকা

# পেশাপ্রবেশ

চাকরি পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দী



রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরে

## সাব-ইনস্পেক্টর

নিয়োগ-পরীক্ষার ২ সেট নমুনা প্রশ্নোত্তর

কেন্দ্রীয় বাহিনীতে

৫৪৯৫৩

কনস্টেবল ও রাইফেলম্যান

নিয়োগ-পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাক্সে

৭২৭৫ ক্লার্ক

নিয়োগ-পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর



মিশন  
ডু বি সি এস  
২০১৯



ASEAN - INDIA INFORMAL BREAKFAST SUMMIT  
15 NOVEMBER 2018, SINGAPORE



ও আরও অনেক কিছু

## কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ



Shine.com now brings you great jobs  
in partnership with KARMAKSHETRA

## Companies Recruiting This Week

**PS AVIATION ACADEMY PVT LTD**  
Position Title: **Ground Staff & Cabin Crew**  
Experience Location: **Fresher, Kolkata, Delhi, Vizag**  
Profile:  
Hiring Fresher Candidates for International and domestic Airlines. Qualification minimum 12th Passed. Starting salary for cabin crew-30000 to 35000 pm. Ground staff-15000 to 18000 pm. Age limit for cabin crew -18 to 26 Age limit for Ground staff -18 to 28. Male female both can apply. Contact no-8240117926/ 9007421048, mail id -career@psaviation.in

To apply for this job, log on to [www.shine.com](http://www.shine.com) and search using **9246724** as keyword.

**Droplets Technologies Pvt Ltd**  
Company: **Droplets Technologies Pvt Ltd**  
Position Title: **Sales Executive**  
Experience Location: **1yr - 4 yr, Kolkata**  
Profile:  
We are looking for sales executives to do sales and business development of our products and solutions to Doctors and Clinics in different territories of Kolkata. Field Visit to New and Existing Customers. Lead Generation, Demonstration to customer either online or onsite and Customer Go boarding.

To apply for this job, log on to [www.shine.com](http://www.shine.com) and search using **9472680** as keyword.

**JT Aviation Academy**  
Position Title: **Ground Staff & Cabin Crew**  
Experience Location: **Fresher, Kolkata/Delhi**  
Profile:  
JT Aviation Academy offers courses to the eligible candidates. After completion of the courses placement will be provided by the institute at Kolkata/Delhi airport. Age 18yr - 27yr Edu- Min HS pass. Starting Salary- 15K-45K per month. For interview or other information please call 8777259446 & 9331957694 or on Email ID- [careers@jtaaviation.in](mailto:careers@jtaaviation.in)

To apply for this job, log on to [www.shine.com](http://www.shine.com) and search using **8339835** as keyword.

**Narayan Industries**  
Company: **Narayan Industries**  
Position Title: **Accountant**  
Experience Location: **2 yr - 7 yr, Kolkata**  
Profile:  
We are looking for an Experienced Accountant (Minimum 5yrs) for our Factory Office. The candidate (male) should be capable of Handling Accounts independently and should be able to Finalize the Accounts in Tally. Should have the knowledge of GST P.Tax, FF, ESIC, and e-return submissions.

To apply for this job, log on to [www.shine.com](http://www.shine.com) and search using **9455080** as keyword.

**Galaxy Resource Pvt Ltd**  
Company: **Galaxy Resource Pvt Ltd**  
Position Title: **Training Manager**  
Experience Location: **5-6 yr, Kolkata**  
Profile:  
Developing and implementing training programs for employees. Plan and schedule training on regular basis. Prepare and maintain training course materials and policies. Develop training programs for skill enhancement, performance improvement, career.

To apply for this job, log on to [www.shine.com](http://www.shine.com) and search using **9466389** as keyword.

**TRC Engineering (I) Pvt Ltd**  
Company: **TRC Engineering (I) Pvt Ltd**  
Position Title: **Project Manager**  
Experience Location: **8 yr - 15 yr, Kolkata**  
Profile:  
Site coordination for execution of works. Resolve drawing inconsistencies from consultants before execution at site. Obtaining drawings from consultants as per drawing release schedule. Providing all required details to the contractors for execution.

To apply for this job, log on to [www.shine.com](http://www.shine.com) and search using **9349827** as keyword.

To apply log on to [www.shine.com](http://www.shine.com) and search using the relevant Job ID as keyword.  
For more jobs, log on to Shine.com now!  
To avail Shine.com Data Base Services, Call Atanu Ghosh @ 7980979203  
Not for Candidates

















# উত্তর দমদম পুরসভায় গ্রুপ ডি

গ্রুপ ডি ক্যাটেগরিতে ৫৪ জনকে নিয়োগ করবে উত্তর দমদম পুরসভা। নিয়োগ করা হবে পিওন, হেল্পার এবং মজদুর পদে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর NDDM/ESTT/4603.

**শূন্যপদের বিবরণ:** পিওন: ৫টি (সাধারণ ১, সাধারণ-ই সি ১, সাধারণ-প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। হেল্পার: ৩টি (সাধারণ ১, সাধারণ-ই সি ১, তফসিলি জাতি ১)। মজদুর: ৪৬টি (সাধারণ ১২, সাধারণ-ই সি ৭, সাধারণ-দৈহিক প্রতিবন্ধী ২, সাধারণ-প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, সাধারণ-দক্ষ খেলোয়াড় ১, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি জাতি-ই সি ২, তফসিলি জাতি-প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি উপজাতি ২, তফসিলি উপজাতি-ই সি ১, ও বি সি-এ ৩, ও বি সি-এ-ই সি ২, ও বি সি-বি ২, ও বি সি-বি-ই সি ১)। মেসেঞ্জার: ১টি (সাধারণ)। ডেম: ১টি (সাধারণ)। জি ডি এ: ১টি (সাধারণ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ক্লাস এইট পাশ, সঙ্গে বাংলা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নেপালি) ভাষায় লিখতে ও পড়তে জানতে হবে। ডোমের ক্ষেত্রে ক্লাস ফোন পাশ। সব ক্ষেত্রেই মজবুত স্বাস্থ্যের অধিকারী হলে অপ্রাধিকার।

**বয়স:** ১-১১-২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ও বি সিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদনের যোগ্য। বেতনক্রম: ৪,৯০০-১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: [www.northdumdummunicipality.org](http://www.northdumdummunicipality.org) দরখাস্ত পূরণ

করবেন যথাযথভাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২২০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৭০ টাকা)। ফি জমা দিতে হবে ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে, ইউকো ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায়।

## পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- ✓ ব্যাঙ্ক চালানের কপি।
- ✓ প্রার্থীর এক কপি রডিন পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে স্টেটে দেবেন।
- ✓ বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- ✓ কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ✓ দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং এক্সেসপটেড ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- ✓ আধার কার্ড ও প্যান কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- ✓ প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ দরখাস্ত-ভরা খামের ওপর প্রার্থী যে-পদের জন্য আবেদন করছেন সেটির নাম এবং প্রার্থীর ক্যাটেগরি লিখে দেবেন। দরখাস্ত ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ডাকে পৌঁছাতে হবে এই ঠিকানায়: THE CHAIRMAN, NORTH DUM DUM MUNICIPALITY, 163, M.B. ROAD, BIRATI, KOLKATA-700 051. দরখাস্ত যে-কোনও কাজের দিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে সরাসরি জমা দেওয়া যাবে উপরোক্ত ঠিকানায়।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

# পূর্ব মেদিনীপুরে ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসে চাকরি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম বি এম টি শিক্ষানিকেতন, পরমানন্দপুর রমানাথ বিদ্যাপীঠ, বনমালীচাট্টা উচ্চবিদ্যালয় এবং পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু উচ্চ আবাসিক বিদ্যালয়ে ১৭ জনকে নিয়োগ করা হবে সুপারিন্টেন্ড্যান্ট, কেয়ার টেকার, কর্মবন্ধু-সহ বিভিন্ন পদে। প্রার্থী বাছাই করবে সংশ্লিষ্ট জেলার অনগ্রসর

সম্প্রদায় কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস। নিয়োগ হবে চুক্তিতে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: [www.purbamedininipur.gov.in](http://www.purbamedininipur.gov.in) দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর।

বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

# হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে ১৬৯ তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং

বিভিন্ন শাখায় ১৬৯ জন স্নাতক ও ডিপ্লোমাদারী (টেকনিশিয়ান) তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে এক বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। অন্য কোনও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, আবেদন করবেন না। এই ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: HRD (HTI)/2018-01.

**শাখা ও যোগ্যতা অনুসারে আসনবিন্যাস:** সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং: ৯টি (গ্র্যাজুয়েট ২, ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান ৭)। কম্পিউটার সায়েন্স/ইনফর্মেশন টেকনোলজি: ১৮টি (গ্র্যাজুয়েট ৫, ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান ১৩)। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেক্ট্রনিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং: ৩২টি (গ্র্যাজুয়েট ১১, ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান ২১)। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং: ৫টি (গ্র্যাজুয়েট ২, ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান ৩)। মেকানিক্যাল/প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং: ৮২টি (গ্র্যাজুয়েট ৩৬, ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান ৪৬)। মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ফাউন্ড্রি ফোর্জ টেকনোলজি: ১৫টি (গ্র্যাজুয়েট ৯, ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান ৬)। সেক্রেটারিয়াল প্র্যাক্টিস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস/অফিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল প্র্যাক্টিস: ৮টি (গ্র্যাজুয়েট)। নিয়মানুসারে তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট শাখা বা বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। শুধু সেক্রেটারিয়াল প্র্যাক্টিস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস/অফিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল প্র্যাক্টিসের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া অন্য যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। সব ক্ষেত্রেই প্রার্থীকে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ

(তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। মনে রাখবেন, ২০১৬ সালের আগে পরীক্ষায় পাশ করে থাকলে চলবে না।

**বয়স:** ৩০-১১-২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি-রা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

**স্টাইপেন্ড:** গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাসিক ৬,৫০০ টাকা এবং টেকনিশিয়ান (ডিপ্লোমা) অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাসিক ৫,০০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করা হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: [www.hecltd.com](http://www.hecltd.com) অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর। প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও কালো কালির সই (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

অনলাইনে ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১২৫ টাকা)। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড (ভিসা বা মাস্টার) বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর। রেজিস্ট্রেশন নম্বর-সহ রেজিস্ট্রেশন স্লিপ এবং ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের সময় এস বি আই কালেক্ট রেফারেন্স নম্বরের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

## কাজের খবরে

# ১ নম্বর

## কর্মক্ষেত্র

কলকাতা শহরে সর্বাধিক  
পঠিত কর্মপত্রিকা

সপ্তাহে দু'দিন:  
শুক্রবার - কর্মক্ষেত্র  
সোমবার - আনন্দবাজার পত্রিকা কর্মক্ষেত্র সংবাদ সংস্করণ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণচিত্র

আন্টার্কটিকা • আলাস্কা  
আফ্রিকা • চীন • মোঙ্গোলিয়া  
সুইৎজারল্যান্ড ইত্যাদি




ডি ডি বাংলায়  
'সঙ্গে ভ্রমণ'  
অনুষ্ঠানে  
প্রতি রবিবার দুপুর ১২.৩০



Source - Average Issue Readership, IRS 2017